প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 343 Issue ● 22 December, 2021, Wednesday ● ৬ পৌষ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

বেতন দিতে ঋণ চাইলেন ডিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ ডিসেম্বর।। সরকারি চিঠি সাধারণত এমন হয় না, অবস্থা কতটা কঠিন, পরিবারের কথা তুলে ধরে কর্মীদের বেতনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন এক জেলা শাসক। ঋণ হিসেবে হলেও যেন তাকে টাকা দেওয়া হয় বলে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। অনিয়মিত কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না, পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অসহায় জেলাশাসকও। সরকারি চিঠিতেই লেখা হয়েছে, সেই কর্মীরা কম বেতন পান, আবার সেই বেতনও পাচ্ছেন না, বিপাকে পড়েছেন তারা, কাজেরও ক্ষতি হচ্ছে। টাকার অভাবে শিশুদের মিড-ডে-মিল বন্ধ করে দেওয়ার আর্জি জানাতে বাধ্য হয়েছিল রাজধানীর এক ভীষণ বিখ্যাত স্কুল, এখন বেতন না পেয়ে রেগার অনিয়মিত কর্মচারীরা পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে কঠিন অবস্থায় পড়েছেন, প্রয়োজনে তাদের বেতনের টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হোক বলে আর্জি জানালেন খোয়াইয়ের জেলাশাসক। সারা রাজ্যেই এই কর্মচারীরা যে বেতন পাচ্ছেন না প্রতিবাদী কলম সেই

Email:- dmkhowai@gmail.com
nregakhowai@gmail.com

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
KHOWAI DISTRICT, TRIPURA

F.IV (1)/DM/KH/MGNREGA/MISC/2021-22/১৪০৬ Date-21st Dec 2021

To
The Principal Secretary to the
Govt. of Tripura,
RD Department,
Agartala, Tripura West.

Sub:- Non release of salary to MGNREGA Staff for Nov, 2021

Sir,

I am to draw to your kind attention and to state that the salary to GRSs and other contractual staff under MGNREGA under Khowai district could not be paid for the month of November, 2021 due to non release of any fund from the RD Department till today.

This does not only demoralise the staff at field level but also its effect has been seen in the field in day to day work progress which is not desired during this peak season.

It is also not deniable that all of them are more or less under-paid employees and without regular salary, it is really a hard to them to feed their families. An amount of Rs. 45.05 lakh (approx) is required to meet up one month's salary of all the said staff.

Now, to overcome the crisis, it is requested to kindly arrange either release of fund under MGNREGA with existing system or locate some fund on loan basis at the earliest please. This is for favour of your kind information.

Yours faithfully,

(Smitha Mol M.S, IAS)
District Magistrate & Collector
Khowai District, Tripura

খবর আগে করেছে, একমাত্র এই পত্রিকাই এই খবর করেছে। ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে অনিয়মিতরা নিয়মিত হবেন, প্রথম বছরেই ৫০ হাজার সরকারি চাকরি হবে ভোটের আগে বিজেপি'র প্রতিশ্রুতি ছিল এই, সেসব প্রতিশ্রুতি পূরণ দূরে থাক, কর্মচারীরা বেতনই পাচ্ছেন না। কুড়ি হাজার বেতন চল্লিশ হাজার আর চল্লিশ হাজারের বেতন সোয়া লাখ টাকা করারও কথা দিয়েছিল বিজেপি। খোয়াই জেলা-শাসক স্মিতা মল গ্রামসেবক ও অন্যান্য চুক্তি ভিত্তিক কর্মীরা টাকা না থাকায় নভেম্বরের বেতন এখনও পাননি জানিয়ে গ্রাম উন্নয়ন'র প্রধান সচিবকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, বেতন না পাওয়ার প্রভাব পড়ছে কাজে, এখন কাজের মরসুম কিন্তু যেমনটা হওয়ার কথা তেমনটা হচ্ছে না। গ্রাম উন্নয়ন দফতর যেন বেতনের টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়, অথবা সেই টাকা ঋণ হিসেবে হলেও যেন শিগ্‌গির দেওয়া হয় বলে তিনি আর্জি জানিয়েছেন। তার দরকার মাত্রই ৪৫ লাখ টাকা, সেই টাকাও তার জেলা পায়নি। জেলাশাসক'র চিঠিতে প্রশাসন এবং বেতন না পাওয়া কর্মীদের অসহায় অবস্থার কথা পরিষ্কার। জেলাশাসক মঙ্গলবার লিখেছেন, " আজ পর্যন্ত গ্রাম উন্নয়ন দফতর থেকে কোনও টাকা না আসায় খোয়াই জেলার জিআরএস এবং এমজিএনরেগা'র অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের নভেম্বরের বেতন দেওয়া যায়নি। তৃণমূলস্তরের কর্মীদের তাতে শুধু মনোবলই ভাঙছে না, কাজেও প্রভাব পড়ছে, এই কাজের মরসুমে মোটেও তা কাম্য নয়।অস্বীকার করার উপায় নেই, তারা সবাই কম-বেশি উপযুক্ত বেতন পাচ্ছেন না এবং নিয়মিত বেতন ছাড়া সত্যি পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে তারা কঠিন অবস্থায় পড়েছেন। সবার বেতন দিতে একমাসে মোটামুটি ৪৫ লাখ টাকা লাগে। এই সংকট দূর করতে দয়া করে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শৈলেশ আবার আগের জায়গায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। বিয়েবাড়িতে অভিযানের জেরে খোয়া যাওয়া রাজধানী শহরের দুই পদে ফিরে এলেন ডাঃ শৈলেশ যাদব। ঠিক দেড়শ বছরের পুরানো আগরতলা পুর সংস্থায় কমিশনার পদে ফিরে এলেন শৈলেশ। আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং এই সংস্থার চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার (সিইও) পদও ফিরে পেলেন। বিয়েবাড়িতে তাণ্ডবের পর তাকে চিনে যান সারা বিশ্বের লোক। পুরুষদের গায়ে হাত দিচ্ছেন, পুরোহিতকে মারছেন, লোককে খাবার পাত থেকে তুলে দিচ্ছেন, পুলিশকে চমকাচ্ছেন, লাঠি চালাতে বলছেন, স্ল্যাং বলছেন, মহিলাদের মুখের ওপর কাগজ কুচিকুচি করে উড়িয়ে দিচ্ছেন, এইসব ভিডিও ভাইরাল হয় সংবাদমাধ্যম থেকে সামাজিক মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে যখন তিনি আইপিএস হিসেবে ছিলেন , তখন তার গুলি চালানো এবং একজনের মৃত্যুর ভিডিও আবার উঠে আসে তখন। হাইকোর্টে মামলা হয়, সরকার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা না নিলেও আদালত তাকে আগরতলা থেকে সরিয়ে দেয় নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে। দক্ষিণে তাকে জেলাশাসক করে পাঠানো হয়। তারপর আগরতলার কাছাকাছি তেলিয়ামুড়ায় হেডকোয়ার্টার করে তাকে চার জেলার কোভিড ম্যানেজমেন্ট'র ওএসডি করে বসিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল তার পোস্টিং'র উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে আদালত, আজই তাকে তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আইন-স্বাস্থ্য-স্বরাষ্ট্র ও পঞ্চায়েতে মেগা নিয়োগ

২০ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনবে সরকার ঃ সুশান্ত

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে আরও ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, কৃষকদের কাছ থেকে এই ধান ক্রয় করার জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৪৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে আসছে। বছরে রবি ও খারিফ মরসুমে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে হাঁপানিয়াস্থিত সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর টিচিং হসপিটালকে লিজের মাধ্যমে ২৫ একর জমি প্রদান করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই কলেজ এবং হাসপাতালের পরিকাঠা-মোগত উন্নয়ন সহ আরও উন্নত পরিষেবা যুক্ত করার জন্য এই জমি প্রদান করা হয়েছে বলে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিয় গ্রাহক ও প্লাম্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচলিত একমাত্র BRAND Ori-Plast® নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা Ori-Plast® লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই।

Ori-Plast® is Ori-Plast®
We have no any 2nd BRAND
Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

রাতের আইজিএম-এ আতঙ্ক

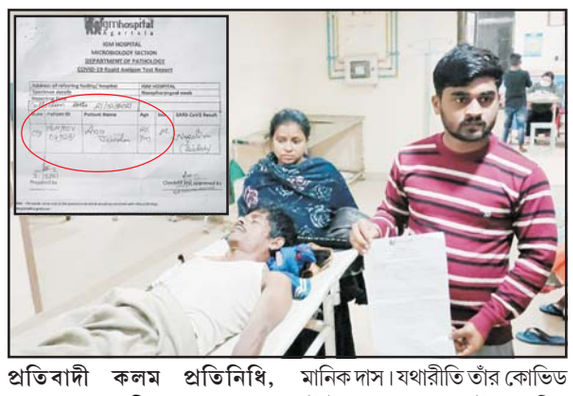

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ভূতুড়ে সব কাণ্ডকারখানা! জিবিপি হাসপাতালে রোগী রেফার করে এক রোগীর কোভিড টেস্ট সার্টিফিকেট অন্য রোগীকে দিলো আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার রাতের এ ঘটনায় থ বনে যান জিবিপি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শহরতলির কালিকাপুর থেকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন মানিক দাস। যথারীতি তাঁর কোভিড টেস্ট করানো হয়। এতটুকু সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও রাতে জিবি হাসপাতালে মানিক দাসকে রেফার করার পর এখানেই ধরা পড়ে সার্টিফিকেট বদল করার ঘটনা। মানিক দাসের কোভিড টেস্ট সার্টিফিকেটের বদলে দেওয়া হয়েছে অনু জমাতিয়া'র। অনু জমাতিয়া'র বয়স ২৫ বছর। আর মানিক দাসের বয়স ৪০ বছর। রাতে জিবিপি হাসপাতালে মানিক দাসকে নিয়ে আসার সময় সব কাগজপত্র দেখার পর কোভিড টেস্ট সার্টিফিকেট অনু জমাতিয়া'র দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান। যদিও বিষয়টি নিয়ে জিবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে চায়নি। আইজিএম হাসপাতাল থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম রীতিমতো বিপদ ডেকে আনতে পারে বলেও মনে করছে সচেতন মহল। কিন্তু জিবিপি হাসপাতালে মানিক দাসকে নিয়ে আসার পর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো কারণ অনু জমাতিয়া'র কোভিড টেস্ট সার্টিফিকেটে নেগেটিভ থাকলেও মানিক দাস কি আদৌ নেগেটিভ? জিবিতে আনার পর আবার কোভিড টেস্ট করানো হলেও আইজিএম হাসপাতাল থেকে এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজকর্ম আবারও সামনে চলে এলো। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

"ডিসমিস মানে চাকরি আর জীবনে পাইত না!"

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বলেন "আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করেই তবে আমি পরের বিধানসভা নির্বাচনে যাব, না করতে পারলে নির্বাচনে দাঁড়াবই না।" এই মুখ্যমন্ত্রীকেই কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন ফায়ার সার্ভিসেসের ডিরেক্টর অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য, জানিয়ে দিলেন, সরকার মানেই অবিশ্বাস। "অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই সরকারি ব্যবস্থা হয়েছে," মুখ্যমন্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া সভাতে বসেই অধস্তন কর্মচারীদের বুঝিয়েছেন ডিরেক্টর সাহেব। কর্মচারীদের সাথে ক্যুইজ করেছেন, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রক্তদানের মূল ভাবনাতেই ব্যর্থতার নজির দফতরের

ভলান্টারি ডোনার থেকে রিপ্লেসম্যান্ট ডোনারের সংখ্যা বেশি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। গত ৮ মাসে পশ্চিম জেলায় স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন ৩,৯০০ জন। অন্যদিকে এই জেলাতে গত ৮ মাসেই প্রায় ৯ হাজার ডোনার হাসপাতালে এসে রক্তদান করে মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা বাকি ৭টি জেলাতে প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সারা রাজ্য জুড়ে গত ৮ মাসে 'ভলান্টারি ডোনার' থেকে 'রিপ্লেসম্যান্ট ডোনার' এর সংখ্যা বহু অংশে বেশি। রাজ্যে স্বেচ্ছা রক্তদানের ভাবধারায় এই ব্যর্থতা নজিরবিহীন। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিবসের ঠিক আগের দিন গত পয়লা অক্টোবর, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শহরের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর আয়োজিত 'জাতীয় রক্তদাতা দিবস' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টত বলেন, রাজ্যে উৎসবের মেজাজে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। তিনি সেদিন এও বলেন, বাম সরকারের সময় যতটা রক্তদানে উৎসাহ ছিল সাধারণ মানুষের, তার থেকে এখন উৎসাহ অনেকগুণ বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যগুলো অনায়াসেই সত্য প্রমাণিত করতে পারতেন ত্রিপুরা রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের সদস্য সচিব ড. বিশ্বজিৎ দেববর্মা। তিনি এবং স্বাস্থ্য দফতরের আর কয়েকজন আধিকারিকরা মিলে এই অর্থ বছরে, রাজ্যের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির বিষয়টিকে রীতিমত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। গত এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যে মোট রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে ৪৫৬টি। অর্থাৎ গড়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

- **গত ৮ মাসে সারা রাজ্য জুড়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন মোট ১০,১১২ জন।**
- **সারা রাজ্যে গত ৮ মাসে 'ডোনার' হিসেবে রক্ত দিয়েছেন ১১,৮২২ জন।**
- **গত ৮ মাসে পশ্চিম জেলায় স্বেছায় রক্তদান করেছেন ৩,৯০০ জন। অন্যদিকে এই জেলাতে প্রায় ৯০০০ জোনার নিজেদের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।**
- **রাজ্য জুড়ে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির যারা আয়োজন করেন, তাদের সত্যি অর্থেই উৎসাহ প্রদানের কোনও উদ্যোগ নেই পর্ষদের। ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল, কোভিডকালীন সময়ে প্রতিবাদী কলম এবং পিবি২৪-এর যৌথ উদ্যোগে টানা ১৪ দিন রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতর বা রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ অফিশিয়ালি একটি 'ধন্যবাদ' পর্যন্ত বলেনি।**

পঞ্চায়েত সচিব পদ উঠে যাচ্ছে !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। এক পদের দরজা বন্ধ করে দিয়েই কি পঞ্চায়েতের জন্য আরেক পদ তৈরি করা হয়েছে, এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। আরেকটি প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে যে, একই রকম একটি পদ ও তাতে অনেক কর্মচারী রেখেই কি আরেকটি পদ তৈরি করা হল। সাথে এটাও উঠে আসছে যে, মাধ্যমিক পাশ করা বেকারদের সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কার্যত। মাধ্যমিক পাশ করে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার সুযোগ আগেই উঠে গেছে। এখন পঞ্চায়েত এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার(পিইও) নিয়োগের সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক পাশের পঞ্চায়েত সচিব পদে নিয়োগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রায় সাতশো'র বেশি পঞ্চায়েত সচিব'র শূন্য পদ সারেন্ডার করে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার'র পদ তৈরি করতে গিয়ে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির প্রতিটিতে একজন করে পিইও দেওয়া হবে, ১১৭৮ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। গ্রাজুয়েট, কম্পিউটার জানাদের নিয়োগ দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য এইসব পদ তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রচুর কাজ এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে, তাদের সেসব কাজও করতে হবে। নিয়োগ করা হবে টিপিএসই'র মাধ্যমে। একদিকে পঞ্চায়েত সচিবের পদ সারেন্ডার করে দেওয়ায়, এইসব পদে নিয়োগের সম্ভাবনা আর বিশেষ কিছু রইল না, এইসব পদে নিয়োগ না করা হবে না, এই পরিকল্পনা থেকে পিইও'র পদ তৈরি হয়েছে। অর্থ দফতরও অনুমোদন দিয়েছে নতুন পদে। পঞ্চায়েত সচিব পদে নিয়োগ না হলে মাধ্যমিক পাশ বেকারদের চাকরির সম্ভাবনা আরও কমে গেল, এখন বাকী রয়ে গেল শুধু কিছু লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদ, যেখানে মাধ্যমিক পাশ চলতে পারে, তবে বড় সংখ্যায় ক্লার্ক নিয়োগ অনেক দিনের মধ্যে হয়নি। ত্রিপুরায় রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার(আরপিএম) নামে কর্মচারীরা রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করছেন, তারাও কম্পিউটার প্রশিক্ষিত এবং গ্র্যাজুয়েট। তাদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের কাজ মসৃণভাবে পরিচালনার জন্যই। তাদের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

লালবাড়িতে সবুজের আভা ● দ্বিতীয় স্থানে প্রথম বামপন্থীরা

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওমিক্রন সতর্কবার্তা

আফস্পা প্রত্যাহার দাবির প্রস্তাব পাশ নাগাল্যান্ড বিধানসভায়

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে এনজিও'র শিক্ষা বিপ্লব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের আস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই যেন এখন এনজিও নির্ভর হয়ে উঠেছে। নামে এনসিটিই থাকলেও কার্যত বহির্রাজ্যের এনজিও-ই হয়ে উঠেছে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। এতকাল পর্যন্ত রাজ্যের গুণী শিক্ষক-শিক্ষিকারা যারা ছিলেন এক লহমাতেই তারা সব হয়ে গেলেন শিক্ষানবিশ। আর বহির্রাজ্যের এনজিও'রা সবাই হয়ে উঠলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণেরও ঠাকুরদা। বহু কোটির কনসালটেশন ফি'র মাধ্যমে তারা এখন অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে সশক্তিকরণ করছেন। নয়া ভাবনায় প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন এবং কিভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। পাশাপাশি দাফতরিক কার্যক্রম, প্রশাসন পরিচালনা এবং শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় তারা দুই বছরের চুক্তিপত্রে রাজ্যে এসে হাজির হয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেও এর অতি আধুনিক প্রশ্নপত্র তৈরির ঠেলা বর্তমানে এসে সামলাচ্ছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা। এরকমই একটি ব্যাঙ্গালুরু ভিত্তিক এনজিও আজিম প্রেমজী ইউনিভার্সিটি। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কার্যত পুরোদস্তুর এনজিও এরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলানোর কাজে ব্রতী হয়েছে। যেখানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যত গিনিপিগ-র মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন — অভিযোগ এমনটাই। তাদের অতি আধুনিক প্রশ্নপত্রে জোড় এবং বিজোড় সংখ্যায় চালিত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। সাধারণত বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং অন্যান্য পরীক্ষায়ও নকল রুখতে জোড় বেজোড় প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ একই প্রশ্নকে বিভাগ পরিবর্তন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

মানুষের বিশ্বাস

রেগার খাজানার কয়েকশো কোটি টাকা লুট, বিদ্যুৎ নিগমে কয়েকশো কোটি টাকা লুট, বিভিন্ন সরকারি দফতরে কয়েক হাজার কোটি টাকা লুটের অভিযোগ বা তথ্য সামনে উঠে আসছে। এখন কিন্তু বাম আমল নেই। যা কিছু হচ্ছে রাম আমলেই। আর এই সমস্ত আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে কিন্তু সরকারি বক্তব্য তেমন সামনে উঠে আসছে না। ফলে মানুষের মনে হচ্ছে, এই সমস্ত ঘটনা বা অভিযোগ রাজ্য সরকার স্বীকার করে নিচ্ছে। তবে পাশাপাশি প্রশ্ন উঠে আসছে যে, এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি এই রাজ্যে হচ্ছে বা অভিযোগ তোলা হচ্ছে তাতে কি শুধু কয়েকজন সরকারি আমলা বা সরকারি অফিসারই যুক্ত? রাজ্যের মানুষের কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কেননা এত বড় বড় দুর্নীতিতে হাতে-গোনা কয়েকজন সরকারি আমলা বা অফিসার জড়িত তা মেনে নেওয়া কঠিন। ফলে প্রশ্ন হলো, এই সমস্ত দুর্নীতির পেছনে কারা কারা রয়েছেন? সরকারি কাজে একজন বা কয়েকজন অফিসারের পক্ষে সম্ভব নয় কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি করা। এক্ষেত্রে বড় বড় মাথা যুক্ত থাকতে বাধ্য। আর এখানেই নানা প্রশ্ন। ছোট একটা রাজ্য ত্রিপুরা। আর এই রাজ্যে যদি এক-একটা দফতরে কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠে তাহলে তো মানুষের কাছে কোন সরকারি সাহায্য যাওয়ার কথা নয়। এছাড়া একটা সরকারের ৪৫ মাসে যদি এতো টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে তাহলে মানুষ কেন এই সরকারকে আগামী দিনে সমর্থন করবে? মানুষ কি আদৌ বিশ্বাস করবে যে, এত হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে বড় বড় মাথা জড়িত নেই? মানুষ কি বিশ্বাস করবে যে, এই সমস্ত দুর্নীতিতে শুধুমাত্র কয়েকজন আমলা বা অফিসারই জড়িত?

২৩শে মেয়র মনোনয়ন ঘোষণা মমতার

● **ছয়ের পাতার পর** কলকাতায় ফিরে আসার কথা। কলকাতা পুরভোটের ফলাফল এখনও সরকারি ভাবে ঘোষণা না হলেও প্রবণতা থেকে স্পষ্ট, নির্বাচনে ১৩৪ আসনে জিততে চলেছে তৃণমূল। এমন ফলাফল দেখে কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, "আমি মা-মাটি-মানুষদের, আমার ভাই-বোনদের অভিনন্দন জানাই। উৎসবের মতো করে এই নির্বাচন হয়েছে। গণতন্ত্রের জয়। এটাই আশা ছিল। আমরা মা-মাটি-মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। আরও মাথানত করে আমরা কাজ করে যাব। কলকাতা আমাদের গর্ব। কলকাতাই সারা দেশকে পথ দেখিয়ে গর্বের দিকে নিয়ে যাবে। এই রায়ই আমাদের সাহায্য করবে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে। মানুষের জন্যই আরও বেশি করে কাজ করে যাব।" এর পরই বিরোধীদের কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "বিজেপি ভোকাট্টা বাই দ্য পিপল, সিপিএম নো পাত্তা বাই দ্য পিপল। আর বিজেপি, সিপিএমের মাঝে স্যান্ডউইচ কংগ্রেস।"

দ্বিতীয় স্থানে প্রথম বামপন্থীরা

● **ছয়ের পাতার পর** থেকেই। সেবার প্রাপ্তি ছিল ৩৭.৯৩ শতাংশ ভোট। আর সেটা ২০১১ সালে কমে হয় ৩০.০৮ শতাংশ। এর পরে ২০১৪ ও ২০১৬ সালে কমে হয় যথাক্রমে ২২.৯৬ ও ১৯.৭৫ শতাংশ। এর পরে এক অঙ্কের সংখ্যায় নেমে যায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তি ছিল ৬.৩৪ শতাংশ। গত বিধানসভা নির্বাচনে সেই হার আরও কমে হয় ৪.৭০ শতাংশ। তবে কলকাতায় এতটা খারাপ অবস্থা হয়নি বামেদের। গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কোনও আসন না পেলেও মহানগরে ১০.১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বামেরা।

লালবাড়িতে সবুজের সভা

● **ছয়ের পাতার পর** প্রাক্তন মন্ত্রীদের পুত্র—কন্যারা ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওমিক্রন সতর্কবার্তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

● **ছয়ের পাতার পর** ওমিক্রন থেকে রেহাই পেয়েছেন বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

'শিবরাত্রির সলতে' সন্তোষ পাঠক

● **তিনের পাতার পর** উপনির্বাচন কিংবা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট দুই বিধানসভা নির্বাচনে সন্তোষ তৃতীয় স্থানে শেষ করলেও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক নম্বর স্থানটি ছিল তাঁরই।

"ডিসমিস মানে চাকরি আর জীবনে পাইত না!"

● **প্রথম পাতার পর** "টার্মিনেশন আর ডিসমিস'র মানে কী ? গতকাল আমি ক্যুইজে গিয়েছিলাম। ক্যুইজ স্টাইলে প্রশ্ন।" পরে অবশ্য জবাব তিনি দিয়েছেন, "টার্মিনেশন মানে চাকরি একেবারে শেষ। আর ডিসমিস মানে পুরা ডিসমিস, চাকরি আর জীবনে পাইত না!" তিনি বলেছেন, 'দুষ্টামি' করলে তিনি টার্মিনেশন করে দেবেন, এখন পর্যন্ত শুধু 'সাসপেন্ড' করেছেন, তিনি প্রয়োজনে 'নিষ্ঠুর' হতে পারেন। ফায়ার এনওসি প্রোগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করে যাওয়ার পর সেখানে বসে পড়েন অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য, সামনে উপস্থিত কর্মচারীদের রাস্তার দাঁড়ানো বখাটেকে বকার মত ধুর,ধুর করে বলেন তিন মন্ত্রীর সাথে কাজ করেন, প্রথমেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখ করেছেন, তার বিভাগীয় মন্ত্রীর নাম সবার শেষে। মন্ত্রীদের নাম নিয়ে তিনি চমকে দেন অন্যদের, বোঝান তিনি কত 'পাওয়ারফুল'। মামলা করে যা হয়নি, তাও তিনি দিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছনে। ফায়ার সার্ভিস-এ আগে প্রধান কর্তা হতেন ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব লোক অথবা পুলিশের অফিসার, তাও ডিজি বা এডিজি স্তরের কেউ। প্রশিক্ষিত , ইউনিফর্ম সার্ভিসের ক্যাডারদের ওপরে থাকতেন তেমনি কেউ। একটা ইউনিফর্ম বাহিনীর মাথায় এখন সিভিল অফিসারদের বসানো হয়েছে। আর ইউনিফর্ম সার্ভিসের ছুতো তুলে এই দফতরের কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য'র কথা শুনে কোনও কোনও কর্মচারী হাতে তালি দিয়েছেন।

রাতের আইজিএম-এ আতঙ্ক

● **প্রথম পাতার পর** কিন্তু এ নিয়ে রাতেই আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পর তারাও বিষয়টি স্বীকার করেন। ভুল কেন? কোনো সদুত্তর না থাকলেও কোভিড টেস্ট নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে তেমনি এর রিপোর্ট সার্টিফিকেট নিয়েও কানাঘুষো চলছে। কোভিড টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। তবে যাদের হাতে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম রীতিমতো বিপদ ডেকে আনতে পারে বড় ধরনের। স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রতিদিন এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে। সব ঘটনা সংবাদ হয় না বলে আসল চেহারাও অজানা থাকে রাজ্যবাসীর কাছে।

ব্যর্থতার নজির দফতরের

● **প্রথম পাতার পর** প্রতি মাসে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে ৫৭টি। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রতিটি রক্তদান শিবিরেই স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন খুব কম সংখ্যক রক্তদাতা। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে, গত ৮ মাসে সারা রাজ্য জুড়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন মোট ১০,১১২ জন। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ১,২৬৪ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। অন্যদিকে গত ৮ মাসে রাজ্যজুড়ে রোগীর পরিবার বাধ্য হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে 'ডোনার' হিসেবে যতজনকে জোগাড় করেছেন, তার সংখ্যা স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের থেকে বেশি। সারা রাজ্যে গত ৮ মাসে 'ডোনার' হিসেবে রক্ত দিয়েছেন ১১,৮২২ জন। আর এটাই বৈজ্ঞানিকভাবে যেকোনও রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্যদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। বিজ্ঞান বলে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সংজ্ঞাও বলে— যদি কোনও রাজ্যে এক বছরে 'ভলান্টারি কালেকশন' এর মোট সংখ্যা 'রিপ্লেসম্যান্ট ডোনার' থেকে কম হয়, তাহলে সেই রাজ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির বা বিষয়টি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে না। যেকোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন, এখন এ রাজ্যে রক্তদান শিবির আগের মত আয়োজিত হয় না। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দল তথা বামফ্রন্টের বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে রাজ্যের নানা জায়গায় রক্তদান শিবির আয়োজন করা হলেও, বহুক্ষেত্রে তাতে অতর্কিত হামলা চলে। স্বভাবতই ভাটা পড়ে রক্তদান শিবির। সাম্প্রতিককালে রাজ্য জুড়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাসে সেই অর্থে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন একটি সরকারি অনুষ্ঠানে উনার দফতরের আধিকারিকদের উপর ভরসা রেখে কিছু মন্তব্য করেন, তখন সেগুলোকে পালন করার দায়িত্ব কার? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সত্যিই কি নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করার বিশেষ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেছে? বছরভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ক্লাব সহ নানা আয়োজকদের ডেকে বৈঠকে বসেছে সঞ্চালন পর্যদ? স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির যারা আয়োজন করে, তাদের উৎসাহ প্রদানে কি ভূমিকা নিয়েছে দফতর? (২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল, কোভিডকালীন সময়ে প্রতিবাদী কলম এবং পিবি২৪-এর যৌথ উদ্যোগে টানা ১৪ দিন রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছিল। সে সময় প্রায় ১ হাজার জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছিলেন। এখন পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালন পর্যদ বা স্বাস্থ্য দফতর ওই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেনি কোথাও।) যেভাবে গত ৮ মাসে রাজ্য জুড়ে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের সংখ্যা কমেছে, তা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়। গত ৮ মাসে সিপাহিজলা জেলায় মোট ৭টি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিকে খোয়াই জেলায় ১৯টি। দক্ষিণ জেলায় গত ৮ মাসে মোট ৩৯টি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়, ঊনকোটি জেলায় মোট ২১টি শিবিরের আয়োজন হয়। সবচেয়ে বেশি শিবির আয়োজিত হয় পশ্চিম জেলায়। জানা গেছে, গত ৮ মাসে পশ্চিম জেলায় ১৬৪টি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে। যদি গত ৮ মাসের পরিসংখ্যান দেখা হয় তাহলে ঊনকোটি জেলায় স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা থেকে ডোনারের সংখ্যা ছিল বেশি। একইভাবে খোয়াই জেলাতেও ডোনারের সংখ্যা ছিল বেশি। গত ৮ মাসে পশ্চিম জেলায় স্বেছায় রক্তদান করেছেন ৩,৯০০ জন। অন্যদিকে এই জেলাতে প্রায় ৯০০০ জোনার নিজেদের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। প্রশ্ন একটাই, এই ব্যর্থতার দায় কে নেবে?

কারাদণ্ড

● **আটের পাতার পর** - বছরের দেবাশিস দে'কে হত্যার চেষ্টা করে মনীষ। তাকে কাঠের টুকরো দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ৯ বছরের ছাত্রটি। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয় পূর্ব থানার পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

আটকে মারধর

● **আটের পাতার পর** - গ্রেফতার করেনি। দৈহিক আক্রমণের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংগঠন। সিআইটিইউ'র রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে তপন দাস জানান, সন্ত্রাস করে শ্রমিক সংগঠনটিকে দুর্বল করা যাবে না। এসব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্রমজীবীরা রুখে দাঁড়াবেন।

অবশ সুবল

● **আটের পাতার পর** - তার উপর রসগোল্লার রস মুখে ঢুকে একেবারে প্রাণ যাবার জোগাড়। যদিও পরে সবকিছুই সামলে যায়। তবে উপস্থিত অনেকেই জানিয়েছেন, সুবলবাবু এদিন অল্পেতেই রক্ষা পেয়েছেন। রক্ষা পেয়েছেন রাজীববাবুও। রসগোল্লার রস নাকে-মুখে উঠে যেভাবে প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো সুবল ভৌমিকের, এটা কিছু একটা ভালো-মন্দ হয়ে গেলে রাজীববাবুরও সুস্থতার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যেতো। তবে বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর কলকাতার বিজয় উল্লাস নিয়ে তৃণমূল নেতারা ফের সাংগঠনিক বিস্তার শুরু করবেন বলে জানা গেছে।

বাস্তুকারের মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - আক্রান্ত হয়েই পিটার উঁচুই মারা গেছেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলা মুশকিল। তার সহকর্মীরা জানান এদিন সকালেই কিল্লাস্থিত অফিস থেকেই নির্বাহী বাস্তুকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের নির্মাণস্থল পরিদর্শনে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ সময় পরিদর্শন শেষে তিনি মধ্যাহ্নভোজ সারতে বাড়িতে যান। কিছু সময়ের মধ্যেই চলে আসেন অফিসে। তারপরই এই ঘটনা।

পালালো চোর

● **আটের পাতার পর** - আছেন। যে কারণে এই ঘটনায় পুলিশের প্রতিক্রিয়া নেওয়া যায়নি। তবে অনেকের মধ্যেই এই ঘটনায় হাসির রুলও উঠেছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও থানা থেকে ধৃত অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন মহলের দাবি, পুলিশের চাকরির পর এক দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পুলিশকর্মীদের আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। যে কারণে মেদ বেড়ে যায় পুলিশবাবুদের। তারা চোরদের সঙ্গেই দৌড়ে পারছেন না। অলস এবং মেদ বেড়ে পাওয়া পুলিশ কর্মীদের দ্রুত পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে বিভিন্ন ব্যাচে প্রশিক্ষণ করানোর দাবি উঠেছে। যদিও এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসন কতটা লক্ষ্য রাখবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

কনস্টেবল শ্যামল

● **আটের পাতার পর** - জওয়ান শ্যামলেরই এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। লেম্বুছড়া থেকে আসা ওই এসপিও জওয়ান নাকি জমির দালাল, নেশাদ্রব্য কারবারিদের কাছ থেকে টাকা তুলে এনে শ্যামলের কাছে দেয়। এতসব অভিযোগ উঠলেও এনসিসি থানার ওসি বা এনসিসি'র এসডিপিও কিছু বলেন না বলে অভিযোগ। শ্যামল এখন নিজেই ঠিক করে দেন কোন নেশা কারবারি কত টাকা তোলা দেবেন। ওসিকে এনিয়ে মাথাও ঘামাতে হয় না। শুধুমাত্র শ্যামলের কারণেই অভিযান বন্ধ হয়ে আছে। কবে নাগাদ রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল তথা একমাত্র সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে নেশাদ্রব্য বিক্রি বন্ধ হবে তা নিয়েই চিন্তিত স্থানীয়রা। অথচ পুলিশ কর্তারা কোনও উদ্যোগ নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও বটতলা ফাঁড়ির ওসি সহদেব ভৌমিক, মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি মুঙ্গেশ পাটারী-সহ বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসির বিরুদ্ধে নেশাদ্রব্য কারবারিদের কাছ থেকে ব্যাপকহারে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু থানার একজন কনস্টেবল তোলার টাকা ঠিক করে দিচ্ছেন এই ধরনের অভিযোগ আর নেই। শ্যামল এখন এতটাই ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে পুলিশ মহলে।

ভূমিকা নেবে ই-শ্রম পোর্টাল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **তিনের পাতার পর** প্রায় ১২০০ পরিবারের ভালোসংখ্যায় রোজগার সুনিশ্চিত হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে এই ডাটাবেস তৈরি হওয়ার ফলে পরিষেবা প্রদানে থাকবে স্বচ্ছতা। আগামীদিনে জমির পরিমাণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ড্রোন টেকনোলজি সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী প্রজন্মের উপযোগী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। এই প্রজন্মের সুস্থ দেহ ও সুস্থ মননের লক্ষ্যে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্রাগস এর মত অশুভ শক্তি থেকে যুব সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে অভিভাবকদের বিশেষ করে মায়েদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পঞ্চায়েত সচিব পদ উঠে যাচ্ছে !

● **প্রথম পাতার পর** গ্রেড পে ২৬০০ টাকা, আর পিইওদের গ্রেড পে হবে ২৮০০ টাকার সমতুল্য। আরপিএম এবং পিইও'র কাজ বিশেষ কী আলাদা হবে, তা খোলসা হয়নি এখনও। পিইও যদি পঞ্চায়েত সচিবের যা কাজ তা করেন, এবং ডিজিটাল কাজও দেখেন, যেহেতু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকার কথা বলা হয়েছে, তাহলে সচিব এবং আরপিএম, এই দুই পদেরই গুরুত্ব থাকছে না। আবার পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সচিবই পঞ্চায়েতের সচিব, যেহেতু পঞ্চায়েত একটি নির্বাচিত সংস্থা। পিইওদের দিয়ে সে কাজ করাতে গেলে আইনি ব্যাপার আগে সামলাতে হবে। যদি তা না হয়, সচিবের পদও বহাল থাকে, তবে প্রস্তাবিত পিইওদের থেকে নিচু বেতনক্রমের এবং মাধ্যমিক পাশের পঞ্চায়েত সচিবের অধীনে পিইওদের কাজ করানোতে জটিলতা ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে। পিইও'রা শুধুই ডিজিটাল কাজ দেখলে , আরপিএমদের কাজের সাথে সঙ্ঘাত হবে। পিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হতে না হতেই আরপিএমদের মধ্যে এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে আরপিএমদেরই পিইও করা হোক প্রমোশন দিয়ে।তবে নিয়োগ নিয়ে এইসব বাদ দিলেও,এত সংখ্যক কর্মচারী টিপিএসসি দিয়ে একসাথে নিয়োগ করতে গেলে সেটা করতে কত সময় লাগবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের নানা সময়ে সাক্ষাতকার নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকা এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তার দাবি টিপিএসসি' যেমনভাবে বাছাই করে। তাতে তাদের কাছে কম সময়ে এত পদের জন্য মৌখিক সাক্ষাতকার নেওয়ার পরিকাঠামো আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তবে কতজনকে একবারে , এক অর্থ বছরে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেটা জানা যায়নি। এক অর্থ বছরে অল্প সংখ্যক পিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হলে হতেও পারে বলে একটি সূত্র জানাচ্ছে।

ধান কিনবে সরকার ঃ সুশান্ত

● **প্রথম পাতার পর** অন্তর্গত ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ত্রিপুরায় অব ক্যাম্পাস সেন্টার স্থাপন করার জন্য ৪৯.২১ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। তিনি জানান, সদর মহকুমায় এই ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অব ক্যাম্পাস সেন্টার তৈরি করা হবে। দেশের মধ্যে ত্রিপুরা হবে চতুর্থ জায়গা যেখানে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অব ক্যাম্পাস সেন্টার তৈরি করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন এই ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্পাসে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা যেমন পড়াশুনা করতে আসবেন তেমনি স্কলাররা গবেষণা এবং ফরেনসিকের আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ খতিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন, এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ, শিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্গলবার-এর মন্ত্রিসভার বৈঠকের আরও সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, আইন দফতরের অধীন হাইকোর্টের ৫ নং কোর্টের এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য ৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইন দফতরের অন্তর্গত যে সকল ক্লার্ক আইনজীবীদের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের বেতনভাতা প্রতিমাসে ৭,৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি করে ৮,৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে ৩৫ টি মেডিক্যাল অফিসার (ডেন্টাল) নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। টিপিএসসির মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, এই ক্ষেত্রে যারা কোভিড ডিউটিতে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে ৫টি সায়েন্টিফিক অফিসার, গ্রুপ-বি গেজেটেড পদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা পঞ্চায়েত দফতরের অধীন ১,১৭৮টি পঞ্চায়েত এগ্জিকিউটিভ অফিসারের পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন করেছে। তিনি জানান, সারা রাজ্যে ১,১৭৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি রয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে একজন করে পঞ্চায়েত এগ্জিকিউটিভ অফিসার আগামীদিনে নিয়োগ করা হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই পঞ্চায়েত এগ্জিকিউটিভ অফিসার গ্রুপ-সি নন-গেজেটেড পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত এগ্জিকিউটিভ অফিসারের পে স্কেল হবে ৫,৭০০- ২৪,০০০। টিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। আবেদনকারীদের বয়সসীমা হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। ৫ বছর রিলাক্সেশন থাকবে এসসি, এসটি এবং পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিদের ক্ষেত্রে। যোগ্যতা থাকতে হবে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট বা এর সমতুল্য। পাশাপাশি বাংলা, ককবরক, কম্পিউটার বিষয়গুলির উপরও জ্ঞান থাকতে হবে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি এলাকায় কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এই নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রাজ্যের বর্তমান কোভিড সংক্রমণের জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের অনেক মামলা রয়েছে অমীমাংসিত যেগুলি সাধারণত বিভাগীয় কার্যপ্রণালীধীন। সেই সমস্ত মামলাগুলির সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে মীমাংসা করার জন্য সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া আইএএস অফিসার, সিনিয়র টিসিএস এবং ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে অফিসারদের চুক্তিভিত্তিক তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম দফতরের অধীনে এই নিযুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলার সন্ধ্যায় সচিবালয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, আইএএস থেকে আসা তদন্তকারী অফিসার যদি তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারেন সাম্মাসিক হিসেবে পাবেন ১৫,০০০ টাকা, টিসিএস থেকে আসা আধিকারিক পাবেন ১০,০০০ টাকা। তারা মামলা ভিত্তিক চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করবে। তাদের নিযুক্ত করা হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মের আইনসচিব, মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত সচিবের দ্বারা। তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তদন্তকারী অফিসারদের নিযুক্ত করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামীদিনে বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের অনেক অমীমাংসিত মামলার সমাধান হবে। পাশাপাশি কর্মচারীরাও হয়রানির শিকার থেকে রক্ষা পাবেন।

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে এনজিও'র শিক্ষা বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর** করে অদল-বদল ঘটিয়ে কখনও কখনও নম্বরেও পরিবর্তন এনে বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করা হয়ে থাকে। যা একই পরীক্ষা হলের বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকম সেট দিয়ে নকল রোধ করার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষার্থীরা কার্যত একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে যেখানে মেধাগত বিচার বিশ্লেষণও একই মাপকাঠিতে হয়ে থাকে। কিন্তু রাজ্য সরকারের অতি আধুনিক ভাবনাচিন্তার ফসল হিসেবে এনজিও এবার মাধ্যমিকের সোশ্যাল সায়েন্স পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র করেছে এতে জোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বেজোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রের কোনও মিল নেই। শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের মিল রয়েছে দুটি সেটের মধ্যে। জোড় সংখ্যা ক-বিভাগে ভাগ-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন এবং খ-বিভাগের ভাগ-৩-এর ৯ নং প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একটি করে। আবার বেজোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রে ক-বিভাগে ভাগ-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন এবং খ-বিভাগে ভাগ ৩ এর ১৮ নং প্রশ্নে প্রত্যেকটিতেই অথবা দিয়ে বিকল্প প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নপত্র থেকে পরিষ্কার বিজোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রে দুটি প্রশ্ন বেশি দেওয়া হয়েছে। যেখানে পরীক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে অথচ জোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রে সেই সুযোগ থেকে পরীক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ৪০ নম্বরের দুটি প্রশ্নপত্রের মধ্যেই জোড় এবং বেজোড় সংখ্যার প্রশ্নপত্রে মিল রয়েছে মাত্র একটি প্রশ্নের। একই ক্লাসের পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন থাকায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকায় পরীক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই। তাদের বক্তব্য, একই পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের মূল্যায়ন হলে পরীক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নেও ভিন্নতা আসবে এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মূল্যায়ন এখানে বিঘ্নিত হবে। অথচ রাজ্য সরকার পরিচালিত টেট পরীক্ষায় প্রশ

শ্রমিকদের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা পৌঁছে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে ই-শ্রম পোর্টাল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। শ্রমিকদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। শ্রমিকদের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা পৌঁছে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে ই-শ্রম পোর্টাল। আজ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধীকরণের জন্য বিশেষ অভিযানের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শ্রম দফতরের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বোতাম টিপে টিবি এন্ড ওসিডব্লিউডব্লিউ বোর্ড ও ত্রিপুরা ইএসআই সোসাইটির ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ভিএলই ও জেলাগুলিকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এই ক্ষেত্রে মেয়ে বিয়ের আর্থিক সহায়তা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা সহ শ্রমিক কল্যাণে একাধিক ইতিবাচক পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সমস্ত অংশের শ্রমিকদের কাছে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সরকারিভাবে তালিকাভুক্তিকরণ আবশ্যক। বিগতদিনে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সহ এই ক্ষেত্রটিতে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল। বর্তমানে এই পোর্টালের সহায়তায় নির্ধারিত ডাটাবেস অনুসারে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করার ক্ষেত্রে সহায়তা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগতদিনে সমস্ত শ্রমিকদের সরকারি তালিকা না থাকায় কোভিড অতিমারীর বিরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছে দিতে অন্তরায় তৈরি হয়। যার ফলে এর সুফল গ্রহণ থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের একটা অংশকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই পোর্টালের মাধ্যমে সিএসসি সেন্টার বা ঘরে বসেই অনলাইনে শ্রমিকরা তাদের এই নথিভুক্তির পুনর্নবীকরণ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আর দফতরে গিয়ে শ্রমিকদের ওইদিনের উপার্জন বা আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে না। বর্তমানে সিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ১৪১টি পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। অতিসম্প্রতি জমি সংক্রান্ত মালিকানা এবং অন্যান্য বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। যার ফলে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রশমন করা সম্ভবপর হবে। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রমিকরা লাভবান হচ্ছেন তার পাশাপাশি সিএসসি সেন্টারের সাথে যুক্ত রাজ্যের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সাফাই গাইলো বিদ্যুৎ নিগম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। বরাত কেলেঙ্কারি ইস্যুতে মুখ খুললেন রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা। বরাত ঠিকঠাক ডাকা হয়েছে দাবি করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন এই আধিকারিকরা। সোমবারই উদয়পুরের বাসিন্দা তথা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার অনুপ ভৌমিক ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে বিদ্যুৎ নিগমের বরাত টাকা নিয়ে ১৬০কোটি টাকার কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করেন। ছত্তিশগড়ের একটি সংস্থাকে বেআইনিভাবে বরাত পাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন অনুপ। তার বক্তব্যের পরই মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হয়। খবরের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের দাবি, অনুপ কখনোই বিদ্যুৎ নিগমের সঙ্গে কাজ করেননি। তিনি এন আর্ক কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মচারী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠায় অন্ধ্রপ্রদেশে বদলি করে দেয় সংস্থাটি। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ দেননি। ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু বেসরকারি সংস্থাটি তাকে ছাঁটাই করে দেয়। পরে জানা যায় তার সঙ্গে মা হরসিদ্ধি ইনফ্রা ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পর্ক হয়েছিল। এই সংস্থাটি তাকে ব্ল্যাকলিস্ট করে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামজ্যোতি যোজনায় বিদ্যুৎ নিগম ২০১৯ সালে জানুয়ারি মাসে প্রথম বরাত ডেকেছিল। পরবর্তী সময়ে কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় বরাতটি বাতিল করা হয়। ওই বছরের জুন মাসে ১৩৫ কোটি টাকার বরাত ডাকা হয়। বরাত চূড়ান্ত করার আগে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইআরডিএ দিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করানো হয়। বরাতটি সব ধরনের কাগজ পরীক্ষা করানোর পরই দেওয়া হয়। যদি কোনও ধরনের ভুল তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্য সব সংস্থা থেকেই হরসিদ্ধি ইনফ্রা ডেভেলপার ১১ শতাংশ কম টাকার টেন্ডার জমা করেছিল। তারা ইতিমধ্যেই ৭৩ ভাগ কাজ সেরে নিয়েছে। অনুপের অভিযোগ অনুযায়ী ৪৫ শতাংশ হয়েছে এটা ভুল। করোনা অতিমারি এবং বৃষ্টির কারণে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে কিছুটা দেরি হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ করার মেয়াদ আগামী বছর মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরায় এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার গতি ভালো।

পুলিশে ৪৭ বদলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। রাজ্য পুলিশের নিম্ন স্তরে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি হলেন ৪৭জন। তাদের মধ্যে ৪জনই ভারপ্রাপ্ত ইন্‌সপেকটর। ৬জন পুলিশের সাবইন্‌সপেকটর, দু'জন এএসআই। বাকিরা হেড কনস্টেবল এবং কনস্টেবল। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব মঙ্গলবার বদলির এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন। বদলির নির্দেশিকায় প্রথম নামটি হচ্ছে পরীক্ষিত দেববর্মা। তাকে ধলাই থেকে সিপাহিজলা জেলায় বদলি করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত ইন্‌সপেকটর আশালতা দেবনাথকে সিপাহিজলা থেকে পশ্চিমে, জয়ন্ত দাসকে উত্তর থেকে সিপাহিজলায় এবং আলমগীর হোসেনকে ঊনকোটি জেলা থেকে ধলাই জেলায় বদলি করা হয়েছে।

সাবইন্‌সপেকটরদের মধ্যে সূর্য মোহন দাসকে ধলাই থেকে গোমতী, ঝুটন জমাতিয়াকে গোমতী থেকে ধলাই, সুকান্ত ত্রিপুরাকে গোমতী থেকে দক্ষিণে, মিজানুর রহমানকে গোমতী থেকে ধলাই, বিভাস রঞ্জন দাসকে ঊনকোটি থেকে উত্তরে, মৃণাল পালকে উত্তর থেকে ঊনকোটিতে এবং রথীন্দ্র দেববর্মাকে সিপাহিজলা থেকে খোয়াই জেলায় বদলি করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের ৫৫জন ইন্‌সপেকটর টিপিএস গ্রেড টু পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাদের শীঘ্র থানার ওসি-সহ অন্যান্য পদ থেকে সরানো হবে। ন্যূনতম ২৫টি থানার ওসি বদল হচ্ছেন। এর আগেই ভারপ্রাপ্ত ইন্‌সপেকটর এবং সাবইন্‌সপেকটরদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে রাজ্য পুলিশের। আগরতলার প্রধান দুটি থানা পূর্ব এবং পশ্চিমে নতুন ওসি আসছেন। নতুন বছরের শুরুতেই থানা স্তরে ব্যাপক বদলির তালিকা বের হচ্ছে। কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিএসপি পর্যন্ত ব্যাপক বদলির তালিকা নিয়ে বছরের শেষে ব্যস্ত পুলিশ প্রশাসন।

অবসরপ্রাপ্তদের পাইকারি নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২১ ডিসেম্বর।। এখানে সেখানে খুচরো-খাচরা করে আর অবসরে যাওয়া কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ নয়, একেবারে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাইকারি হারে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে কর্মচারীদের অবসরে পাঠানোর নিয়মটাই যেন হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ালো। ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস-এ নিয়মিত কর্মচারীদের বদলে অবসরে যাওয়াদের ঢোকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, "রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের অনেক মামলা রয়েছে অমীমাংসিত যেগুলি সাধারণত বিভাগীয় কার্যপ্রণালীধীন। সেই সমস্ত মামলাগুলির সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে মীমাংসা করার জন্য সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া আইএএস অফিসার, সিনিয়র টিসিএস এবং ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে অফিসারদের চুক্তিভিত্তিক তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।"

তিন সচিবের এক কমিটি তাদের নিয়োগ করবে। বিভিন্ন দফতরে কর্মচারীদের নিয়ে চলা বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে আইন বিশেষজ্ঞ স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ না করে অবসরে যাওয়া আমলাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন বলে দাবি করা হচ্ছে। কার্যত তাতে সরকারি কর্মচারীদের হয়রানি করার স্বভাব রয়েছে বলা হলো। বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের মামলায় অবসরে যাওয়া আইএএস এবং টিসিএস, প্রমুখরাই শুধু বিশেষজ্ঞ নন, দফতরের নিজস্ব কর্মচারীরাও যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন বলে অনেকের অভিমত। তিন মাসে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারলে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস পাবেন পনের হাজার টাকা আর অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস পাবেন দশ হাজার টাকা, এমন অদ্ভুত ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। তাতে দাঁড়াচ্ছে তিন মাসে দশটি মামলার রিপোর্ট দিলে দেড় লক্ষ টাকাও হতে পারে পারিশ্রমিক। এখানেই মামলা জমে উঠতে পারে বলে অনেকের দাবি। প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের অনেক মামলা রয়েছে অমীমাংসিত। যেগুলি সাধারণত বিভাগীয় কার্যপ্রণালীধীন। সেই সমস্ত মামলাগুলির সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে মীমাংসা করার জন্য সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া আইএএস অফিসার, সিনিয়র টিসিএস এবং ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে অফিসারদের চুক্তিভিত্তিক তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম দফতরের অধীনে এই নিযুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, আইএএস থেকে আসা তদন্তকারী অফিসার যদি তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারেন তবে সাম্মানিক হিসেবে পাবেন ১৫ হাজার টাকা, টিসিএস থেকে আসা আধিকারিক পাবেন ১০ হাজার টাকা। তারা মামলা ভিত্তিক চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করবে। তাদের নিযুক্ত করা হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মের আইন সচিব, মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত সচিবের দ্বারা। তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তদন্তকারী অফিসারদের নিযুক্ত করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামীদিনে বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের অনেক অমীমাংসিত মামলার সমাধান হবে। পাশাপাশি কর্মচারীরাও হয়রানির শিকার থেকে রক্ষা পাবেন।

যান সন্ত্রাসে জখম ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কামালঘাট/আমবাসা, ২১ ডিসেম্বর ।। যান সন্ত্রাসে আহতের সংখ্যা বাড়ছে। মঙ্গলবারও যান সন্ত্রাসে এক নাবালিকা মেয়ে-সহ দু'জন গুরুতর জখম হয়েছে। সকালেই আগরতলা মোহনপুর সড়কের কামালঘাট বাজারে টিআর-০১-এ-২৭১৩ নম্বরের জিপের নিচে চাপা খান বিপুল দাস নামে এক যুবক। বিপুল কামালঘাট বাজারেই এক দোকানের কর্মচারী। তার বাড়ি কামালঘাটের শান্তিপাড়া এলাকায়। সকালেই বাইসাইকেল চেপে কামালঘাটে দোকানে যাচ্ছিলেন। আগরতলার দিকে যাওয়া জিপ বাইসাইকেল-সহ তাকে চাপা দেয়। ঘটনার পরই পালিয়ে যায় চালক। স্থানীয়রাই আহত যুবককে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তার অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। এদিন আমবাসা থেকে সালেমা যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে অরিতা দেবনাথ নামে একটি নাবালিকা মেয়ে টিআর-০৪-২৭২৬ নম্বরের একটি ম্যাজিক গাড়ি দিয়ে সালেমা যাচ্ছিল অরিতা। আমবাসা থানার কাছে আসতেই ম্যাজিক গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যায় সালেমা। দমকলের গাড়িতে জখম মেয়েটিকে উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেয়েটির বাড়ি পূর্ব ডলুছড়া।

পুরস্কৃত নীলজ্যোতির কর্ণধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পর্যটন বিভাগে ভালো ব্যবসা এবং পরিষেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড বুক অব স্টার রেকর্ড' থেকে পুরস্কৃত হলেন সঞ্জীব আচার্য। শহরের নীলজ্যোতি ট্র্যাভেলস'র কর্ণধার সঞ্জীববাবুকে গত ১৯ তারিখ পশ্চিমবাংলার দীঘায় একটি আয়োজনে শংসাপত্র এবং স্মারক তুলে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির অধিকর্তা ডা. রাজীব পাল শংসাপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব সম্মান ২০২১ শীর্ষক পুরস্কারটি প্রদানে নিঃসন্দেহে রাজ্যের সুনাম বর্ধিত হলো।

ফের বাড়লো আক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। করোনায় আক্রান্ত হলেন ৯জন। সোয়াব পরীক্ষা বাড়তেই পশ্চিম জেলায় পাঁচজন আক্রান্ত শনাক্ত হলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৫০৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮৭২ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট। আরটিপিসিআর-এ ৪জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচজন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫জন। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫৭জন করোনা পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ ৮২৪জন আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন। এদিকে দেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত ২০০ জন ছাড়িয়ে গেছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি নাগাদ ওমিক্রনের প্রভাবে তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে। তবে তৃতীয় ঢেউ দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো মারাত্মক হবে না। ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৩২৬ জনে। এই সময়ে মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫৩জন।

তেলিয়ামুড়ায় আটক যুগল !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ কিছু এলাকা এবং অবশ্যই বড়মুড়া ইকো পার্ক হয়ে উঠেছে শরীরী উল্লাসের ঠেক। বড়মুড়া ইকো-পার্কে বছরভর বিভিন্ন এলাকার জোড়া জোড়া নারী-পুরুষের মিলনকেন্দ্র হয়ে থাকে। পাশাপাশি তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি হোটেল থেকে গত কয়েক বছর ধরেই লাগাতারভাবে পুলিশ উদ্ধার করে চলেছে যুগলকে যাদেরকে বিভিন্ন সময়েই অসংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে এমন এক যুগলকে অসংলগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে গ্রামবাসীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ির সন্ধান তারা পেয়েছেন যেখানে ঘণ্টা প্রতি খাট ভাড়া দেওয়া হয়। শীঘ্রই ওই সমস্ত বাড়িঘরেও অভিযান চালাবে পুলিশ। জানা গেছে, এদিন তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগরস্থিত কৌশিক সাহার বাড়িতে তারই পরিচিত এক যুবক শান্তনু দে এক মহিলাকে নিয়ে আসে। তাদের আচার-আচরণ এবং কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখে প্রথমে সন্দেহ হয় কৌশিকের পরিবারের লোকজনদের। প্রতিবেশী কয়েকজনকে তারা বিষয়টি জানালে তারাও আড়াল থেকে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে এদের দু'জনকেই আটক করে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করে। এরপর পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। জানা গেছে, গত ১৪ জুলাই এই জুটিকেই কড়ইলংস্থিত একটি হোটেল থেকে অসংলগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করেছিলো পুলিশ। পরে এই কৌশিকই সুপারিশ করে তাদের ছাড়িয়ে এনেছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে তার পরিবার ছিলো অন্ধকারে। মঙ্গলবার তার পরিবারের হাতেই কার্যত পাকড়াও হলো এই জুটি। জানা গেছে, ধৃত যুবক নিজেকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কর্মচারী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও মামলা তারা এখনও নিতে পারেনি। তবে শান্তনু দে ও আটক হওয়া মহিলার কাছ থেকে এই চক্রের গোটা দল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এদের কাছ থেকে ক্লু মিলছে, শীঘ্রই তারা আরও বড়সড় চক্রকে জালে ফেলার যাবতীয় বন্দোবস্ত করবেন। জানা গেছে, এক শ্রেণির কুমতলবি শুধুমাত্র টাকার লোভে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকাকে বিষিয়ে তুলেছে। পুলিশ এবার এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে।

মোদিকে ইঙ্গিত করে আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর।। গণপিটুনির ঘটনা ২০১৪ সালের আগে কেউ জানতেন না। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। এমনই অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি দাবি করেছেন মোদি সরকার আসার আগে এই শব্দটি সম্পর্কে সকলে পরিচিত ছিল না। ২০১৪ সালের পর অর্থাৎ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের ঘটনা বাড়তে শুরু করেছে এবং মানুষ এর সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এর আগে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিকে নিশানা করে বলিছেলেন, হিন্দুত্ববাদীদের জন্যই দেশবাসীর করুণ অবস্থা। হিন্দুত্ববাদীদের জন্যই দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কর্মহীনতা তৈরি হয়েছে। লড়াই এখন হিন্দু আর হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে। আমেথিতে দলীয় প্রচারের মঞ্চ থেকে গেরুয়া শিবিরকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতে একাধিক জায়গায় গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে খুব সাম্প্রতিক পাঞ্জাব। পর পর একাধিক রাজ্যে গণপিটুনির ঘটনা প্রকট হয়েছে। মাঝে একটা সময় চলেছিল যেখানে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কঠিন লড়াইয়ে জিতলেন কংগ্রেসের 'শিবরাত্রির সলতে' সন্তোষ পাঠক

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। কঠিন লড়াইয়ে জিতলেন কংগ্রেসের সন্তোষ পাঠক। রবিবার ভোটের দিন কলকাতা পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ এবং তাঁর মুখ্য নির্বাচনি এজেন্ট অমিতাভ (কাল্টু) চক্রবর্তীকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছিল শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আরও একটি ওয়ার্ডে জিতেছে কংগ্রেস। ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়াসিম আনসারি। তবে সন্তোষের লড়াই অনেক কঠিন ছিল। আর তিনিই কংগ্রেসের একমাত্র জয়ী যিনি গতবারেও জিতেছিলেন। সন্তোষের বিরুদ্ধে এবার তৃণমূল ময়দানে নামিয়েছিল যুবনেতা শক্তিপ্রতাপ সিংহকে। ভোটের দিন তৃণমূলের এই যুবনেতার সঙ্গে সন্তোষের দ্বৈরথও হয়েছিল বেশ কয়েক বার। কিন্তু তাতেও দমে যাননি তিন বারের কংগ্রেস কাউন্সিলর। এক কথায় কলকাতার এই পুরভোটে সন্তোষই ছিলেন কংগ্রেসের 'শিবরাত্রির সলতে'। সেই সম্মানের যুদ্ধে জয়ী হয়ে চতুর্থ বারের জন্য কাউন্সিলর হলেন এই ডাকাবুকো নেতা। তিনি জিতলেন ২৯৭৮ ভোটে। মঙ্গলবার ভোটগণনায় প্রথম থেকে এগিয়ে ছিলেন ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী। ব্যবধান সামান্য ওঠা-নামা করলেও কখনও পিছিয়ে যাননি তিনি। সকাল ৮টায় গণনা শুরু হওয়ার পর সাড়ে ১০টার মধ্যেই নিজের জয় নিশ্চিত করে নেন সন্তোষ। ঘটনাচক্রে, চৌরঙ্গি বিধানসভার অন্তর্গত ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা কোনওদিনও খালি হাতে ফেরায়নি সন্তোষকে। ২০১৪ সালের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্কলারশিপ ঃ ফর্ম ফিলাপের সময় বাড়ানোর দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্য ও বহির্রাজ্যে পাঠরত এসটি, এসসি, ওবিসি এবং মাইনোরিটি অংশের ছাত্রছাত্রীদের প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ— ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষে অনলাইন ফর্ম-ফিলাপ চলছে। ব্যাপক অংশের ছাত্রছাত্রী যাতে এই স্কলারশিপের সুযোগ পায়, তার জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট নোডাল দফতর সমূহ অনলাইন ফর্ম পূরণের জন্য সময়সীমা বেশ কয়েক দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসটি, এসসি এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সর্বশেষ তারিখ বৃদ্ধি করা হয়েছে ১৫ জানুয়ারি,২০২২ইং। কিন্তু মাইনোরিটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সুযোগ গত ১৫ ডিসেম্বর-২০২১ইং শেষ হলেও সময়সীমা আর বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে এই অংশের বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাজ্যব্যাপী বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মুসলিম, নন্-ট্রাইবেল খ্রিষ্টান, নন-ট্রাইবেল বুদ্ধিষ্ট পার্শী ও জৈন সম্প্রদায়ের মাইনোরিটি ছাত্রছাত্রীরা বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছে। ভারতের সংবিধানের ১৪নং ধারায় সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমানাধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের এসটি, এসসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের আবেদনের সময়সীমা ১৫ জানুয়ারি-২০২২ইং বৃদ্ধি করা হল অথচ মাইনোরিটিদের জন্য সে সুযোগ ১৫ ডিসেম্বর-২১ইং বন্ধ করায় রাজ্যব্যাপী এই অংশের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ। অনলাইন ফর্ম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিশেষ করে ইনকাম সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট এসডিএম অফিসে যাতায়াত করেও তা পাওয়া যাচ্ছে না। আবার পাওয়া গেলেও সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় ফর্ম পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে মাইনোরিটি ছাত্রছাত্রীরা। তাই রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্কলারশিপের ফর্ম পূরণের সময়সীমা ১৫ জানুয়ারি-২০২২ইং পর্যন্ত বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে মাইনোরিটি ছাত্রছাত্রী, তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ।

পুরভোটে বিরাট জয়ের পরই কামাখ্যা মন্দিরে মমতা

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। কলকাতা পুরভোটের ফলাফল প্রকাশের পরই অসমে উড়ে গেলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন অসমের কামাক্ষ্যা মন্দিরে পুজো। শুধু কামাখ্যা মন্দিরেই নয়, পুজো দিয়েছেন বগলামুখী মন্দিরেও। মঙ্গলবার কলকাতা পুরভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। সেই নির্বাচনে সবুজ ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা। 'ছোট লালবাড়ি' দখলের ভোটে ১৩৪ আসন নিজেদের দখলে রেখেছে তৃণমূল। ভোটের ফলাফলের ছবি স্পষ্ট হতেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসমের উদ্দেশে উড়ে যান। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নেমে সোজা চলে যান কামাখ্যা মন্দিরে। গোটা মন্দির ঘুরে দেখেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। গর্ভগৃহে গিয়ে পুজো দেন। প্রদীপও জ্বালান তিনি। মন্দিরে প্রবেশের পরই মুখ্যমন্ত্রীর গলায় অসমের ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া গামছা পরিয়ে দেন মন্দিরের প্রধান পূজারী। হাতজোড় করে সৌজন্য দেখান মমতা-ও। মন্দিরের ভিতরে একটি পবিত্র জলাশয় রয়েছে। সেই জলাশয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণামও করেন তিনি। শুধুমাত্র কামাখ্যা মন্দির নয়, পুজো দেন বগলামুখী মন্দিরেও। তবে এই ঝটিকা সফরে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য তিনি করেননি। বিকেলেই ফিরে আসেন কলকাতায়। প্রসঙ্গত, বাংলার বাইরে অন্য কোনও রাজ্যে গেলেই তৃণমূল নেত্রী সেই রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্ক

নাবালিকা অপহরণে গ্রেফতার অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ডিসেম্বর।। উদয়পুর থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ কুমারঘাটের তরুণ মারাকের বিরুদ্ধে। কুমারঘাট বেতছড়া এলাকায় অভিযুক্তের বাড়ি। উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ কুমারঘাট গিয়ে তরুণ মারাককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। তাকে মঙ্গলবার উদয়পুর আদালতে পেশ করা হয়। অপহৃতা নাবালিকাকেও তারা উদ্ধার করেছে। অভিযোগ, ২৪ বছরের তরুণ মারাক আগেই দুই বিয়ে করেছে। উদয়পুরের ওই নাবালিকার পরিবার সম্প্রতি আরকেপুর মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে মেয়ের অপহরণের অভিযোগ জানান। পুলিশ তদন্তে নেমে তরুণ মারাকের নাম এবং ঠিকানা জানতে পারে। তাই তাকে সোমবার রাতে কুমারঘাট থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়।

কাউন্সিলরের উদ্যোগে রক্তদান

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচিত কাউন্সিলর জয়া ধানুকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর নিজে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন। শিবিরে রক্তদান করেন ১২ জন। আগামীদিনেও এই ধরনের কর্মসূচি থাকবে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলর জয়া ধনুক। তিনি রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাম আমলে মজলিশপুর ছিল খুন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর, মুক্ত করেছে মানুষ : সুশান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজনৈতিক দিশাহীনতা ও হতাশায় ভোগছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। রাজ্যে সিপিএমের জনভিত্তি তলানিতে এসে ঠেকায় পুরোপুরি হতাশা গ্রাস করেছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে। ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই বারবার মিথ্যা ও অপপ্রচারকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক জমি ফিরে না পেয়ে রাজ্যবাসীকে বিজেপি সরকার সম্পর্কে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা হিসাবে তাঁর পদমর্যাদা পর্যন্ত বজায় রাখতে পারছেন না মানিক সরকার। শেষ পর্যন্ত বিজেপি এবং রাজ্য সরকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যাচারে নেমেছেন তিনি। এতে তাঁর এবং সিপিএমের কোন রাজনৈতিক লাভ হবে না। দিন দিন দলের নেতিবাচক রাজনৈতিক ভূমিকায় সিপিএম আরো জনভিত্তি হারাবে। 'বিজেপি, দুর্বৃত্ত তৈরীর কারখানা বানিয়েছে মজলিশপুর - মানিক', শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে এলাকার বিধায়ক তথা তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ হলে তিনি বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং সিপিএম সম্পর্কে এভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাম আমলে মজলিশপুর ছিলো আতঙ্কের ও সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর । দিন দুপুরে খুন হওয়া রবি - লিটন দেববর্মার বিচার হয়নি, খুন হয়েছে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক, ২০০৩ সনের মান্দাই চৌমুহনির ১১ জন গনহত্যার বিচার হয়নি। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সম্পূর্ন জনভিত্তি হারিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব দিশাহারা হয়ে পড়েছে। চরম হতাশায় ভোগছেন। সিপিএমের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষ আসছে না। এটা ঘটনা ২৫ বছর সিপিএমের শাসনে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক থেকে শুরু করে শিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে নানা ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে যায় সিপিএম নেতা মন্ত্রীরা। খুন সন্ত্রাস ছিল প্রতিদিনের নিত্য ঘটনা। কোন ঘটনারই বিচার পায়নি মানুষ। থানা-পুলিশ মামলা পর্যন্ত নিত না। সাধারণ মানুষই খুন হয়েছেন এমনটা নয় - সিপিএমের টানা ২৫ বছরে রাজ্যে হাজারো রাজনৈতিক খুন হয়েছে। সালেমায় খুন হন তৎকালীন বিরোধী দলের প্রার্থী মঙ্গল প্রসাদ দেববর্মা। খোদ রাজধানীতে খুন হন বিধায়ক মধুসূদন সাহা। খুন হন খোদ সিপিএম নেতা তথা মন্ত্রী বিমল সিনহা, বিধায়ক পরিমল সাহা, গৌতম দত্ত সহ বহু নেতা। খুন হন সদর এসডিএম সুখরাম দেববর্মা। এটাই ছিল সিপিএম রাজত্বে রাজ্যের নিত্যদিনের ঘটনা। শ্রী চৌধুরী বলেন, বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে গনতন্ত্র বলে কিছুই ছিলো না। ছিল দলতন্ত্র। রাজ্যবাসীর মৌলিক অধিকার পর্যন্ত ছিলো না সিপিএম রাজত্বে। সিপিএমের মিছিলে না হাঁটলে, সিপিএম নেতাদের বাড়ি বাড়ি হাজিরা না দিলে রেগার কাজ পর্যন্ত পেতেন না মানুষ। সিপিএম নেতা-কর্মী না হলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পর্যন্ত পেতেন না সাধারণ গরিব মানুষ। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দলমতের বিচার না করে সবাইকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে একদিনে প্রধামন্ত্রীর হাত ধরে প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারকে পাকা ঘরের জন্য ব্যাঙ্কে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। শ্রী চৌধুরী জানান, রাজ্যে ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় দু'বছর কোভিড মহামারী সত্ত্বেও সর্বস্তরে উন্নয়নের কর্মসূচি চলছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষা- স্বাস্থ্য, সর্বক্ষেত্রে

আহত কর্মীকে দেখতে জিবিতে জীতেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রানিরবাজারে দুষ্কৃতি হামলায় আহত দলীয় কর্মী ভাস্কর দত্তের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে জিবি হাসপাতালে যান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি ভাস্কর দত্তের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। পরে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, এই ঘটনার পেছনে বিজেপির দুর্বৃত্তরা জড়িত আছে। দলের ৮ জন কর্মীকে তারা রক্তাক্ত করেছে। ভাস্কর দত্তের বাঁ হাতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। শরীরের অন্যান্য অংশেও আঘাত লেগেছে। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলছেন ২০৪৭ সালের জন্য স্বপ্ন দেখছেন। ২০৪৭ সালে কি রকম ত্রিপুরা তৈরি হবে তার পরিকল্পনা এই ধরনের হামলার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ রাজ্যে কিছু সন্ত্রাসী, গুন্ডা, সমাজদ্রোহীদের কথায় নাগরিকদের উঠ-বস করতে হবে। নয়তো বা তারা স্বাধীনভাবে বাড়িঘরে থাকতে পারবেন না। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের সাথে মেলামেশা করতে পারবেন না। আর যদি তারা এরকম কিছু করেন তাহলে হামলার শিকার হতে হবে।

বন্য প্রাণীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জি, ২১ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার রাতে গর্জি বাজার সংলগ্ন রাস্তায় একটি বন্যপ্রাণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রাণীটি দূর থেকে দেখতে বাঘের বাচ্চা বলে মনে হলেও আসলে সেটি বেড়াল শ্রেণিরই একটি ছোট প্রাণী বলে বনকর্মীরা জানান। স্থানীয় লোকজন ব্যাপক কৌতুহল নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন দেখতে যে 'বাঘের শাবককে' গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই তারা সেখানে ভিড় জমান। পরে খবর পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। বন্যপ্রাণীটিকে সেখান থেকেউদ্ধার করে নিয়ে যান তারা।

বামপন্থী ছাত্র যুবদের গণ-অবস্থান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২১ ডিসেম্বর।। শিক্ষা বাঁচাও, ভবিষ্যত বাঁচাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বাম ছাত্র যুবরা গণ-অবস্থান সংগঠিত করে। পাশাপাশি বিক্ষোভ মিছিলও সংগঠিত হয়। মিছিলে স্লোগান উঠে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ এবং কর্মী নিয়োগে আউটসোর্সিং বন্ধ করতে হবে। কর্মসূচির প্রথম পর্বে তারা মিছিল সংগঠিত করে শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে। পরবর্তী সময় সিপিআইএম মহকুমা কমিটি অফিসের প্রাঙ্গণে গণ-অবস্থানে মিলিত হয়। সেখানে অন্য গণ-সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও অংশ নেন। নেতারা ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, যতই বাধা আসুক না কেন শিক্ষা বেসরকারিকরণ হতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত কর্মী নিয়োগে আউটসোর্সিং কিছুতেই হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন আরও বড় রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন বাম নেতারা।

শিক্ষক ও পড়ুয়া শূন্য বিদ্যালয়গুলি পুনরুজ্জীবিত করার দাবিতে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের এমন বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষক এবং পড়ুয়ার সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওইসব বিদ্যালয়গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবি জানিয়েছে এবিভিপি। তারা এ প্রসঙ্গে কিছু বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে সেই নামের তালিকা শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের হাতে তুলে দিয়েছেন। মঙ্গলবার এবিভিপির এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তারা মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান, ওই সব বিদ্যালয়গুলিকে সিবিএসই'র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তবেই বিদ্যালয়গুলির প্রতি পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের ঝোঁক বাড়বে। দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং পড়ুয়া শূন্য হয়ে আছে। তাই ওই সব বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সরব হয়েছে এবিভিপি। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার সম্প্রতি বাছাইকৃত ১০০টি বিদ্যালয়কে নিয়ে নতুন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে। যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শহরেরও বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবিভিপি চাইছে রাজ্য সরকার যেন ওই সব বিদ্যালয়গুলির দিকেও নজর দিক, যেখানে শিক্ষক এবং পড়ুয়ার সংখ্যা একেবারেই কম। তারা মনে করছেন যদি ওইসব বিদ্যালয় সিবিএসই'র সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে সব অংশের নাগরিকদের আগ্রহ বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছিল শিক্ষক এবং পড়ুয়া শূন্য বিদ্যালয়গুলির দিকে রাজ্য সরকার নজর দিক। যেহেতু, রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্প চালু করে ১০০টি বিদ্যালয়কে নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করতে চাইছে, তার সাথে যদি অন্য বিদ্যালয়ও যুক্ত হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে রাজ্যবাসীরই মঙ্গল হবে। শিক্ষামন্ত্রী এবিভিপি'র প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

জাতীয় গণিত মহোৎসব

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আজাদী কা অমৃত গণিত মহোৎসব উপলক্ষে রামানুজন অমৃত ভারত গণিত যাত্রা সারাদেশে ২২ টি রাজ্যের ৭৫৮২ দিন ধরে গণিতের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারই অংশ হিসেবে গত ২০ ডিসেম্বর রাজ্যের বিদ্যালয় ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির সভাগৃহে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দফতরের সভাপতি ড. চন্দ্রমৌলি যোশি, তিনি গুজরাট সরকারের জাতীয় গণিত পর্ষদের কনভেনার। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ার বি এন রাও ড. রাজেশ কুমার ঠাকুর সহ আরো অনেকে। আলোচনা সভায় আগত বিশেষজ্ঞগণ গণিতের উপর পর্যালোচনা করেন। অতিথিরা পড়ুয়াদের গণিতের উপর নানাভাবে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেন।

নবনির্বাচিতদের সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পুর নিগম এলাকার এসসি ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির তরফ থেকে মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের নবনির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুর মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, হিমানী দেববর্মা, বাপি দাস-সহ আরও অনেকে। এসসি ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির পক্ষে টুটন দাস নব নির্বাচিত মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। দীপক মজুমদার অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে এসসি ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান রাখেন তারা যেন সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। কারণ, তাদের উপর কিছু কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেগুলি বিশেষ করে সার্টিফিকেট প্রদানের কাজটিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। দীপক মজুমদার বলেন, বিভিন্ন সময় সার্টিফিকেট নিয়ে অভিযোগ উঠে। তাই ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা যাতে সততা এবং স্বচ্ছতা মেনে কাজ করেন সেই আহ্বান রাখেন তিনি।

নাগেরজলায় এসে গাড়িতে উঠার আহ্বান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। নাগেরজলায় মোটরস্ট্যান্ড হলেও প্রচুর সংখ্যক গাড়ি বটতলা থেকে যাত্রী উঠায়। এমনকী বটতলাতেই যাত্রীদের নামানো হয়। এতে করে বটতলায় যানজটের সৃষ্টি হয়। তাই মঙ্গলবার আগরতলার নাগেরজলা স্ট্যান্ডে ত্রিপুরা বাস-জিপ চালক সংঘের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের নেতারা জানান, যাত্রীরা যদি নাগেরজলায় এসে গাড়িতে উঠেন তাহলে বটতলায় যানজট এড়ানো সম্ভব। এক্ষেত্রে যান চালকদের উদ্দেশেও তারা ট্রাফিক ব্যবস্থা বজায় রাখার আহ্বান রেখেছেন। যান চালকরা জানান, যাত্রীদের গাড়িতে উঠার ক্ষেত্রে তারাও সাহায্য করবেন। এজন্য ইতিমধ্যেই নাগেরজলা স্ট্যান্ডে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। যাত্রীরা যাতে নাগেরজলায় এসে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন সেই আহ্বান চালক সংগঠনের।

কেরলে নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। বিজেপি'র কেরল প্রদেশ ওবিসি মোর্চার সম্পাদক তথা আইনজীবী রঞ্জিত শ্রীনিবাসের হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। শহরে মিছিল করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেন। গত রবিবার দুপুরে ওই বিজেপি নেতাকে বাড়িতে ঢুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সারা দেশে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে এই ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে কেরল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা। এখনও পর্যন্ত সেই হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি। সেই কারণেই এদিন বিজেপি নেতা-কর্মীরা কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
শংকর মেডিকেল স্টোর
৯৭৭৪১৪৫১৯২

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ আছে।

বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন।

মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকষ্টের যোগ আছে।

সিংহ : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে।

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। অর্থ ভাগ্য শুভ।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।

মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।

কুম্ভ : প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

মীন : পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

স্তালিনকে স্মরণ করলো সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। যোসেফ স্তালিনের জন্মদিন পালন করলো সিপিআইএম। দলের রাজ্য দফতরে মঙ্গলবার সকালে যোসেফ স্তালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেতা-কর্মীরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, রতন ভৌমিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের সাথে দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীতেন চৌধুরী বলেন, যোসেফ স্তালিন ছিলেন একজন যোদ্ধা। যিনি গোটা পৃথিবীর মানবজাতিকে রক্ষা করেছিলেন হিটলারকে পরাস্ত করে। হিটলার যখন সারা পৃথিবী দখল করার অভিযানে নেমেছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা যোসেফ স্তালিন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হিটলার আত্মঘাতী হন। সেই কারণেই স্তালিনকে মানব জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবেও মনে করা হয়। যোসেফ স্তালিনের জন্মদিনটি সিপিআইএম প্রতি বছর শ্রদ্ধার সাথে পালন করে আসছে। রাজ্য কার্যালয়ের পাশাপাশি মহকুমা এবং জেলাস্তরেও দিনটি পালন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

টাস্কফোর্সের অভিযানে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি বন্ধের উদ্যোগ ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় শহরের গান্ধী স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ আচমকা পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মাছ ও মাংস বাজেয়াপ্ত করে। উচ্চ আদালতের রায়ের কথা বলে রাস্তার পাশে থাকা গরিব ব্যবসায়ীদের সমস্ত সামগ্রী তুলে নিয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের টাকা পর্যন্ত নিয়ে যায় টাস্কফোর্সের কর্মীরা। এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শহরে। ব্যবসায়ীরা গান্ধী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধে বসে। খবর পেয়ে ছুটে যান নতুন জয় পাওয়া কাউন্সিলর-সহ শাসক দলের প্রতিনিধিরা। কিন্তু গরিব ব্যবসায়ীদের পেটের তাগিদে নতুন কোনও জায়গা চিহ্নিত করে দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর দাবি করেছেন, রাস্তার পাশে মাছ ও মাংস বিক্রি করে বেঁচে থাকা ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য জায়গা দেখতে কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। পুর নিগমের টাস্কফোর্সের কর্মীদের দাবি ত্রিপুরা উচ্চ আদালত রাস্তার পাশে এই দোকানগুলি সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি বন্ধ করতে উচ্চ আদালত পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ কার্যকর করতেই গান্ধী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান করা হয়। রাস্তার পাশেই সরকারি জমি দখল করে মাছ ও মাংস বিক্রি করেন বেশ কয়েকজন। তাদের এই রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও এরা আবার রাস্তার পাশে বসে পড়েন। এদিকে ছোট ব্যবসায়ীদের দাবি, ১৫ বছর ধরে তারা এই জায়গায় ব্যবসা করেন। কখনোই কেউ বাধা দেননি। এই প্রথম কোনও কিছু না জানিয়ে আমচকাই পুর নিগমের টাস্কফোর্সের কর্মীরা তাদের টাকা, মাছ, মাংস লুটে নিয়েছে। কোনও ধরনের সতর্কও করেনি আগে। যে কারণে টাস্ক অভিযান নিয়ে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি তারা শুধু জানতেন রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি করা যায় না। কিন্তু মাছ নিয়ে যারা বসেছেন সবারই বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়েছে। এটা কিভাবে হয়। রাস্তা অবরোধের ফলে নিত্যযাত্রীরা অসুবিধায় পড়েন। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পর্যন্ত স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়েন।

প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ফোরামের সভা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। গত শুক্রবার বিকেলে অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ফোরামের উদ্যোগে আগরতলার বটতলায় রাজ্য সরকারের সরকারি স্কুল বেসরকারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে এক পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা রাজ্য সরকারের কম ছাত্র সম্পন্ন স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং স্কুলের পরিকাঠামো ছাত্রদের ওপর চাপানোর তীব্র বিরোধিতা করেন। বিনামূল্যে সরকারি শিক্ষার অধিকারের ওপর আক্রমণ বলে মনে করছেন তারা। এছাড়া ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান তারা।

চমক দেখালো সাব্রুম গার্লসের ছাত্রীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২১ ডিসেম্বর।। চমক দেখালো প্রান্তিক শহর সাব্রুমের বনেদি স্কুল সাব্রুম গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা। জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় সারা ত্রিপুরার মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করলো সাব্রুম গার্লস স্কুল। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির পরীক্ষায় শহরের স্কুলগুলিকে টেক্কা দিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে তারা। খোয়াই জেলার বেহালাবাড়ি এইচএস স্কুল প্রথম র‍্যাঙ্ক পায়। দ্বিতীয় স্থান পায় পশ্চিম জেলার বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন। তালিকায় দক্ষিণ থেকে সাব্রুম গার্লসের পরে একমাত্র স্থান পায় বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সাব্রুম গার্লসের সারীনমালা ত্রিপুরা ব্যক্তিগতভাবে প্রথম ৩০ জনের মধ্যে আছে। সাব্রুম গার্লস স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক রঞ্জন দেবনাথের অবদান আছে এই সাফল্যের পেছনে। উল্লেখ্য, জাতীয়স্তরের সরকার স্বীকৃত এই পরীক্ষায় সাব্রুম গার্লস স্কুলের চমকপ্রদ সাফল্যের পর ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে খুশির হাওয়া। সাফল্যের খবরে খুশি মহকুমার অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগী মানুষ।

প্রয়াত সুষেণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। প্রয়াত হলেন ১০৩২৩'র শিক্ষিকা সুদীপা সাহার পিতা সুষেণ লাল। মঙ্গলবার ভোরে আগরতলার কলেজটিলা এলাকায় নিজের বাড়িতেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৫

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

বন্ধ থাকা সড়কে যান চলাচল চালু করার দাবিতে অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের উত্তর জেলার ঝেরঝেরি সড়কে পণ্য পরিবহণ বন্ধ আছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী উত্তর জেলা সফরকালে নির্দেশ দিয়েছিলেন বহির্রাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলো শুধুমাত্র চুরাইবাড়ি সড়ক দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করবে। এমনটা হলে কর ফাকি দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু কদমতলা এলাকার প্রচুর সংখ্যক গাড়ি এতদিন ঝেরঝেরি সড়ক ধরে অসম এবং ত্রিপুরার মধ্যে পণ্য পরিবহণ করছিলেন। ঝেরঝেরি সড়কে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা বিপাকে পড়েছেন। আগে প্রশাসনিকভাবে এই সড়ক পুনরায় চালু করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি। তাই মঙ্গলবার ঝেরঝেরি গেটে সড়ক অবরোধ করে যান চালকরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের আগে ঝেরঝেরি সড়ক ধরে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি পণ্য পরিবহণ করতো কর ফাকি দিয়ে। এমনকী অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে যানবাহন চলাচল করতো। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে যাওয়ার পর তিনি নির্দেশ জারি করেন ছোট-বড় সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি চুরাইবাড়ি সড়ক ধরেই রাজ্যে প্রবেশ করবে। কদমতলা এলাকার যান চালকরা জানিয়েছেন, সেখানকার প্রায় দুই শতাধিক গাড়ি এখন কাজ হারিয়েছে। যার ফলে পরিবহণ শিল্পের সাথে জড়িতরা কাজ পাচ্ছেন না। চালকরা জানান, পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম থেকে প্রতিদিন সবজি, বালি, ইট কিংবা ফল নিয়ে তারা রাজ্যে আসেন। কয়েক শতাধিক পরিবার এই কাজের সাথে জড়িত। কিন্তু ঝেরঝেরি সড়ক বন্ধ থাকায় ছোট গাড়িগুলি সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। তাদের পরিবার এখন না খেয়ে থাকার উপক্রম হয়েছে। চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চালকরা এদিন রাস্তা অবরোধ করে। তারা জানান, অনেক গাড়ি ফিনান্সের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। তারা এখন ইএমআই দিতে পারছেন না। যার ফলে চালকরা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে সংসার প্রতিপালন করবেন। যদি ঝেরঝেরি-কাঁঠালতলি সড়ক পুনরায় খুলে যায় তাহলে তারা উপকৃত হবেন। প্রয়োজনে পরিবহণ দফতরের অফিস খোলা হোক ওই গেটে। তাহলে কেউ যদি অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করে কিংবা কর ফাঁকি দেয় ধরা পড়ে যাবে। এই ব্যবস্থা থাকলে রাজ্য সরকারেরও কোনো ক্ষতি হবে না। এদিন দুই ঘন্টা ধরে অবরোধ চলে। অবশেষে কদমতলা থানার ওসি এবং বিডিও ঘটনাস্থলে আসেন। বিডিও যান চালকদের কাছ থেকে তাদের সমস্যা লিখিত আকারে গ্রহণ করেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সেই লিখিত আবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন। এখন দেখার প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে চালকরা জানিয়েছেন, যদি শীঘ্রই প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হবেন।

ফের চাল নিয়ে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ডিসেম্বর।। ফের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত চাল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে ঘনিয়ামারা রতননগর এলাকার সোলেমান কবির অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তিনি জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে তার সন্তানকে চাল দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তারা সেই চাল রান্না করতে গেলে বুঝতে পারেন সেগুলি কোনো সাধারণ চাল নয়। অর্থাৎ চালগুলিতে অন্য কিছু মেশানো আছে বলে তাদের মনে হয়েছে। কারণ চাল দীর্ঘ সময় ধরে সেদ্ধ হয়নি। তারা ওই চাল প্লাস্টিকের বলে দাবি করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠে আসছে। তাই দাবি উঠছে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসন যেন জনগণের সামনে স্পষ্টীকরণ দেয়। কারণ, বারবার যদি এভাবে অভিযোগ উঠতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ রেশন দোকান কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চাল সরবরাহ করবেন না।

বাম ছাত্র যুবদের বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্য যে নীতি রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে তার প্রতিবাদে এবং প্রত্যাহারের দাবিতে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার এসএফআই ও ডি ওয়াইএফআই-এর যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগরের রাজপথে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেব, ডিওয়াই এফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত সহ বিধায়িকা বিজিতা নাথ উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিক্ষোভ মিছিলটি সিপিআইএম জেলা কার্যালয় থেকে বের হয়ে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এই শিক্ষার বেসরকারিকরণ নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এই বেসরকারিকরণ এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকারের দিকে চলে যাবে বলে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি।

বিজেপিতে যোগদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। টাকারজলা হরিয়া কোবরাপাড়ার ১৫ পরিবারের ৫৩ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করে। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ স্থানীয় বিজেপি অফিসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিপিআইএম, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা ছেড়ে ভোটাররা বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন টাকারজলার মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা। আগামী দিনে আরও ভোটার বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে নেতারা জানান।

পুলিশ দম্পতির বাড়িতে চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। ঘটনার সময় স্বামী-স্ত্রী কেউই বাড়িতে ছিলেন না। তাদের ছেলে বাইরে খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল। তখনই অপরিচিত এক মহিলা তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়ির মালিক রতিরঞ্জন দেববর্মার স্ত্রী মণিমালা দেববর্মা হঠাৎ ঘরে এসে ওই মহিলাকে দেখতে পান। অপরিচিত মহিলা আলমিরা খোলার চেষ্টা করছিল। তখনই তিনি ঘরে এসে পড়ায় অপরিচিত মহিলাকে ধরে ফেলেন। পরবর্তী সময় জানা গেছে, অভিযুক্ত মহিলার নাম ঝুমা দাস। তার স্বামীর নাম জীতেন্দ্র দাস। বাড়ি মেলাঘরে। তবে ঘর থেকে মহিলা কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। বাড়ির মালিক রতিরঞ্জন দেববর্মা টিএসআর বাহিনীতে কর্মরত। তার স্ত্রী মণিমালা দেববর্মাও সিপাহিজলা পুলিশ সুপার অফিস কর্মরত। স্বামী-স্ত্রী যখন অফিসে ছিলেন তাদের ১১ বছরের ছেলে খেলাধুলা করতে বাইরে চলে যায়। তখনই ওই মহিলা তাদের ঘরে ঢুকে আলমিরা ভেঙে টাকা পয়সা এবং অলঙ্কার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে

অভিযোগ। এলাকাবাসীর সহায়তায় ঝুমা দাসকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় রতিরঞ্জন দেববর্মার বাড়িটি বিশ্রামগঞ্জ থানার একেবারে বাউন্ডারি ঘেঁষা। নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকা বাড়িতে কিভাবে চোর হানা দিতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ এক্ষেত্রে ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যদি সঠিক সময়ে মণিমালা দেববর্মা বাড়িতে না আসতেন তাহলে হয়তো অভিযুক্ত মহিলা পালিয়ে যেতে সক্ষম হত।

চুরির অভিযোগে আটক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ডিসেম্বর।। বিশালগড় শহরে চুরির ঘটনা বন্ধ নেই। মঙ্গলবার বিশালগড় নিউ মার্কেটের এক মুদি দোকানে হানা দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় এক যুবক। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ মুদি দোকানের মালিকের সামনে থেকে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্ত বিজয় কুমার মালি। ২১ বছরের ওই যুবকের বাড়ি বিহারে। দোকান মালিক জানান, ওই যুবক তার সামনে স্প্রে করে টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় দোকান মালিক তাকে খুঁজতে বের হন।

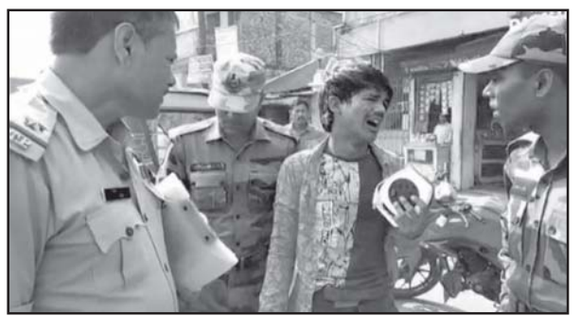

বাজার চত্বরেই তাকে খোঁজে পান তিনি। পরবর্তী সময় পথচারীদের সহায়তায় তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর আগে ব্যবসায়ীরা তাকে উত্তম-মধ্যম দেয়। প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানে ঢুকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিশালগড় বাজার এলাকায় যেভাবে চুরির ঘটনা বাড়ছে তাতে ব্যবসায়ীরা খুবই আতঙ্কিত। এদিনের ঘটনার অভিযুক্ত হয়তো পালিয়ে যেত যদি না ব্যবসায়ী তাকে খুঁজে বের না করতেন। আর একবার পালিয়ে গেলে তাকে আটক করা পুলিশের পক্ষেও হয়তো সম্ভব হতো না। কারণ, বিগত দিনের ঘটনাগুলির সাথে জড়িতদের পুলিশ এখনও পর্যন্ত ধরতে পারেনি।

দুর্ঘটনায় আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ দক্ষিণ চড়িলাম বটগাছ কালীমন্দির সংলগ্ন রাস্তায় এই দুর্ঘটনা। আহত যুবকের নাম অসীম দত্ত। বাবার নাম গৌরাঙ্গ দত্ত। বাড়ি দক্ষিণ চড়িলাম করইমুড়া এলাকায়। আহত যুবক চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান স্কুটি

নিয়ে ওই যুবক হেরমা থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। দক্ষিণ চড়িলাম গ্যাস এজেন্সি সংলগ্ন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোর সাথে স্কুটির ধাক্কা লাগে। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে অসীম। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কৈলাসহরেই সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু করার জন্য কবে নাগাদ জমি অধিগ্রহণ শুরু হবে, ইউপিএ সরকারের আমলে অনুমোদিত এবং হীরাছড়াতে প্রস্তাবিত সীমান্ত হাট কবে নাগাদ চালু হবে, কৈলাসহরে রেলসংযোগের কাজ কবে শুরু হবে, কৈলাসহর আরকেআই মাঠ সংলগ্ন এলাকায় স্থলবন্দর এর কাজ কবে শুরু হবে এই প্রশ্নগুলির জবাব-সহ মোট দশ দফা দাবির ভিত্তিতে ধর্না প্রদর্শন করল ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস। মঙ্গলবার পাইতুরবাজার এলাকায় অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে এই ধর্না কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা রুনু মিঞা-সহ আরও অনেকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীরজিৎ সিনহা দশ দফা দাবি নিয়ে বলতে গিয়ে জানান যে, গত ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে কৈলাসহরে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, কৈলাসহর বিমানবন্দর খুব শীঘ্রই চালু হবে, কৈলাসহর খুব শীঘ্রই রেল মানচিত্রে স্থান পাবে, কৈলাসহরে খুব শীঘ্রই সীমান্ত হাট চালু হবে বলেছিলেন কিন্তু চার বছর হয়ে গেছে আজ অবধি কিছুই চালু হয়নি বলে তীব্র সমালোচনা করেন বীরজিৎ সিনহা। কবে নাগাদ এইগুলো চালু হবে এর জবাব চেয়ে এদিনের এই ধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়।

দফতরের খামখেয়ালিপনায় জলের সংকট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২১ ডিসেম্বর।। দফতরের খামখেয়ালিপনায় কাঁঠালিয়াবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা। কাঁঠালিয়া বাজার এলাকায় এখন তীব্র জল

সংকট দেখা দিয়েছে। কবে নাগাদ জলের সমস্যা সমাধান হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাঁঠালিয়ার বাণিজ্যিক এলাকা-সহ তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শত শত পরিবার জলের সমস্যায় নাজেহাল। যাত্রাপুর থানার বাউন্ডারির ভেতর গভীর নলকূপের মেশিন গত তিনদিন ধরে বিকল হয়ে আছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক জানান, এতদিন ধরে মেশিনটি বিকল থাকার বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না। সোমবার নাকি তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছেন। অথচ পাম্প হাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী স্থানীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও কিভাবে দফতরের আধিকারিক বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। দফতরের একেবারে নাকের ডগায় তিনদিন ধরে জল সরবরাহ বন্ধ। অথচ দফতর কর্তার খবর নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জলের সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড বেকায়দায় পড়েছেন। তারা জানিয়েছেন, অতিদ্রুত যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে বিকল্প কোনো উপায় নেই। এখন দেখার, দফতর কর্তা দেরিতে বিষয় সম্পর্কে অবগত হলেও সমস্যা সমাধানে তিনি কতটা সময় নেন। পানীয় জলের সমস্যা শুধুমাত্র কাঁঠালিয়াতেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, বিভিন্ন এলাকাতেই এখন জলের সংকট। সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন নাগরিকদের এভাবেই দুর্ভোগের শিকার হতে হবে।

সংবাদের জেরে অবশেষে ঘুম ভাঙলো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যে প্রতিদিন যান দুর্ঘটনা অব্যাহত থাকলেও ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানান প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে বিশালগড় এলাকায় দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে সাধারণ জনগণ। মঙ্গলবার সকালে আচমকা বিশালগড় ট্রাফিক কর্মীরা নড়েচড়ে বসে। এদিন বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত এক নম্বর গেট জাতীয় সড়কে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের অভিযান করতে যায়। যারা ট্রাফিক আইন মানছেন না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মূলত দুর্ঘটনা রোধে এদিনের এই অভিযান বলে পুলিশ কর্মীরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিশালগড় মহকুমাবাসীর অভিযোগ, বিশালগড় ট্রাফিক দফতরের কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় বিশালগড় এলাকায় দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের দেখা

পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য মহকুমাবাসী বারবার দাবি করে থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠে আসছে। বিশালগড় মহকুমা জুড়ে যে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় ও বিশালগড় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনের এলাকাগুলিতে ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য নাগরিকরা জোরালো দাবি করেছে।

পিকনিক মরসুমেও পার্কের কঙ্কাল দশা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ ডিসেম্বর।। শীতকাল মানেই চড়ুইভাতির আমেজে মেতে উঠা। সকলেই শীতের সময়টাকে আলাদাভাবে আনন্দের মধ্যে কাটাতে চায়। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে সময় কাটানোর ব্যস্ততা প্রত্যেক ভ্রমণ পিপাসুদের মধ্যে রয়েছে। বিগত দু'বছর যাবত করোনা মহামারি থাকার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন পার্কগুলি বন্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে আগের মতোই সবগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য। এরই মাঝে রয়েছে খোয়াইয়ের বিনোদনমূলক পার্ক বনবীথি ইকোপার্ক। এটি শুধুমাত্র খোয়াই মহকুমা না বলা চলে, ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য রাজ্যের অন্যতম একটি পার্ক। প্রতিবছর এখানে ডিসেম্বর মাস শুরু হতেই চলতে থাকে পিকনিকের ধুম। পাশাপাশি তৎসংলগ্ন চা-বাগানে হয় বনভোজনের আয়োজন। তাছাড়া পার্কটিতে বাচ্চাদের খেলার জন্য রয়েছে খেলার সামগ্রীর ব্যবস্থা, একটা সময় বোটিং থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যবস্থা ছিল এই পার্কটিতে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই পার্কটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

পাশাপাশি পার্কটির সৌন্দর্যায়নের জন্য আলোর ব্যবস্থা থেকে সবকিছু করা হয়েছিল। পার্কটিতে যারা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের দায়সারা মনোভাবের কারণে বহু দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরাও এসে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পার্কটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কেনই বা লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থ ব্যয় করে পার্কটি তৈরি করা হলেও কেন বন্ধ রয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চুপ পার্কটির দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টরা। যদি পার্কটি আগের মত অতিসত্বর খুলে দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষ যে পিকনিকে আসবে সেরকম সেখানের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা বাড়বে এবং ভ্রমণপিপাসুদের নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে না।

মদের বার ঘিরে উত্তেজনা, ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/ধর্মনগর, ২১ ডিসেম্বর।। মদের বার বন্ধ করার দাবিতে একযোগে আন্দোলনে নামলো এলাকাবাসী। মঙ্গলবার ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক অবরোধ করে নেতাজিপাড়া এলাকার মানুষ।

স্থানীয় নাগরিকরা এদিন অবরোধে শামিল হয়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। কারণ তাদের বক্তব্য, যদি মদের বার খোলা হয় তাহলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। ওই এলাকাটি পুর পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থল। দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের বার খোলার চেষ্টা চলছিল। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাবাসী বিষয়টি জানার পর থেকেই আপত্তি জানায়। এলাকাবাসী প্রশাসনিক আধিকারিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথেও এ বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তারা এখনও পর্যন্ত এলাকাবাসীর দাবি অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মঙ্গলবার এই বার উদ্বোধন হবে শুনে এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে উঠে। শত শত মানুষ বিশেষ করে মহিলারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কারণ, এলাকার পরিবেশ রক্ষার দাবিতে তারা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এদিন ৭ ঘন্টা ধরে অবরোধ চলে। যার ফলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা অবরোধের পরও কোনো সমাধান সূত্র বের হয়নি। প্রশাসনিক আধিকারিকরা নাগরিকদের নিয়ে আলোচনার বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নাগরিকরা আলোচনায় রাজি হননি। বরং সেই বারে হামলা চালিয়ে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয় বলে খবর। এলাকাবাসী মদের দোকানের মালিকের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন। এখন প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই দেখার।

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for **settlement of 01(one) no. Foreign Liquor Warehouses** under North Tripura District for the period of November 2021 to October 2022.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in and also available in the Office Notice Board of the Collector of Excise, North Tripura District, Dharmanagar.

Corrigendum/addendum, if any will he published only on the above website.

Sd/- Illegible
Collector of Excise,
(DM & Collector)
North Tripura District, Dharmanagar.

ICA-C-3064-21

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল প্রকার মোটর যান মালিকদের/ চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ইদানিং কালে কিছু যানের চালক নকল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা অন্য যানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লাগিয়ে আগরতলা শহরে ঘোরাফেরা করিতেছে যা সম্পূর্ণ বেআইনি। যদি কখনো আপনাদের নজরে আসে যে, আপনার যানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অন্য কেউ ব্যবহার করিতেছে তাহলে তৎক্ষনাৎ তা ট্রাফিক দপ্তরের নজরে আনিবেন যাতে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বিনা রেজিস্ট্রেশনে/নকল নাম্বার লাগিয়ে যান চালানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

উক্ত ব্যাপারে আপনাদের একান্ত সহযোগীতা কামনা করছি।

বহুজন হিতায়
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার (ট্রাফিক),
ত্রিপুরা, আগরতলা।

ICA/D/1496/21

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD (R&B), Khowai, Tripura invites tender against Press NIT (Short) No 25/EE/PWD/KHW/2021-22 Date - 17-12-2021

SL. NO.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION
1.	DNIT No.- 24/EE/PWD/KHW/2021-22	Rs. 2,80,500.00	Rs. 2,805.00	01 (one) Year.
2.	DNIT No.- 25/EE/PWD/KHW/2021-22	Rs. 2,80,500.00	Rs. 2,805.00	01 (one) Year.
3.	DNIT No.- 26/EE/PWD/KHW/2021-22	Rs. 2,80,500.00	Rs. 2,805.00	01 (one) Year.

Note : All details related NIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 17-12-2021 to 03-01-2022.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khawai, Tripura.

ICA-C-3048-21

PNIe NO-56/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below: -

Sl. No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No. 57/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	10-01-2022
2.	DNIe-T No. 58/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	
3.	DNIe-T No. 59/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	
4.	DNIe-T No. 60/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	
5.	DNIe-T No. 61/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230 / 9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

Sd/- Illegible
(Er.H.Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura.

ICA-C-3055-21

জানা অজানা

সূর্য ছোঁয়ার স্বপ্ন

পর্ব ১

১৯৫৮ সালের ঘটনা। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর এনরিকো ফার্মি ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার স্টাডিজের এক তরুণ অধ্যাপক দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে প্রকাশের জন্য একটি গবেষণাপত্র পাঠান। সূর্যের পৃষ্ঠের বাইরের দিকে যে করোনা রয়েছে, সেখান থেকে তীব্রগতিতে যে প্লাজমার ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে ওই গবেষণাপত্রে আলোচনা করা হয়। সূর্যের যে জ্বলন্ত পৃষ্ঠটা আমরা দেখি, সেটাকে বলা হয় ফোটোস্ফিয়ার। এই অংশের তাপমাত্রা প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্যের যে কেন্দ্রীয় অংশে (কোর) নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া হয়, সেখানকার তাপমাত্রা কিন্তু এই ফোটোস্ফিয়ার থেকে অনেক অনেক বেশি প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি। কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে আসতে আসতে প্লাজমার ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও কমতে থাকে। সমস্যা হচ্ছে, ফোটোস্ফিয়ারের বাইরে এই যে করোনা, সেখানকার তাপমাত্রা যেখানে কম হওয়ার কথা, সেটা না হয়ে ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এবং করোনা থেকে সৌর প্লাজমা সুপারসনিক গতিতে (শব্দের বেগ থেকে বেশি বেগে) সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ছে। তরুণ ওই অধ্যাপক এ ব্যাপারটির নাম দিলেন 'সোলার উইন্ড' বা সৌরবায়ু। করোনা এবং সূর্যের চুম্বকক্ষেত্র নিয়ে তাঁর তাত্ত্বিক ওই হিসাব—নিকাশ এতটাই অদ্ভুত মনে হয়েছিল যে, দু'জন রিভিউয়ার গবেষণাপত্রটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালের সে সময়কার সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী সুব্রামনিয়ান চন্দ্রশেখর। তিনি বলেছিলেন, এ রকম একটা পেপার লেখার আগে লেখকের উচিত ছিল লাইব্রেরিতে গিয়ে ওই বিষয়ে অন্তত সামান্য পড়াশোনা করা। কারণ পুরো ব্যাপারটাকেই মনে হচ্ছে 'আটার ননসেন্স'! ওই ঘটনার ৬০ বছর পর, নাসা সূর্যে যে মহাকাশযানটিকে পাঠাচ্ছে, সেটার নামকরণ করা হয়েছে ওই গবেষণাপত্রের লেখকের নামেই। তরুণ ওই অধ্যাপকের নাম ছিল ইউজিন পার্কার।

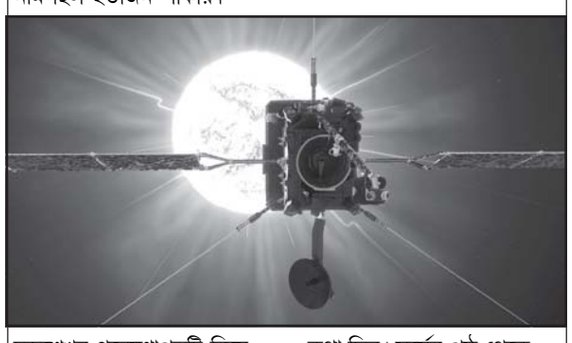

চন্দ্রশেখর গবেষণাপত্রটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু রিভিউয়ারদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে তিনি সেটা ছাপিয়েছিলেন। প্রভাবশালী কোনো বিজ্ঞানীর সমালোচনা একজন তরুণ গবেষকের কাছে কেমন মনে হতে পারে, সেটা নিয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৩৫ সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে স্যার আর্থার এডিংটন সবার সামনেই শ্বেতবামন ও ইলেকট্রন ডিজেনারেসি প্রেসার নিয়ে চন্দ্রশেখরের কাজের যে সমালোচনা করেছিলেন, সেটা তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। যা হোক, ইউজিন পার্কারের পরে করোনা, সূর্যের চুম্বকক্ষেত্র, সৌরবায়ু এবং সূর্য থেকে আসা উচ্চশক্তির কণা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁর কাজের প্রতি সম্মান জানিয়েই নাসা প্রথমবারের মতো জীবিত কোনো ব্যক্তির নামে একটা মহাকাশযানের নামকরণ করল। পার্কার সোলার প্রোব নামের এই মহাকাশযানটি সূর্যের ভীষণ কাছ থেকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—নিরীক্ষা চালাবে। গত ১২ আগস্ট ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে একটি ডেল্টা ফোর রকেটে করে মহাকাশযানটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। আমাদের সবচেয়ে কাছের এই তারাটিকে আমরা এত দিন যেভাবে চিনতাম, জানতাম, সে ধারণার অনেকটুকুই বদলে দেবে এই পার্কার প্রোব।

শুরুর কথা

সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মহাকাশযান পাঠানোর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে সত্তরের দশকে হেলিওস-এ ও হেলিওস-বি নামে দুটি মহাকাশযান সূর্যের কাছাকাছি পাঠানো হয়েছিল। মানুষের তৈরি কোনো মহাকাশযানের সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি যাওয়া এবং সবচেয়ে বেশি গতি অর্জন করার রেকর্ডও এদের একটির হেলিওস-বির। ১৯৭৬ সালের ১৭ এপ্রিল হেলিওস-বি ৪৩ দশমিক ৪৩ মিলিয়ন কিলোমিটার দূর দিয়ে সূর্যকে অতিক্রম করেছিল। এই দূরত্বটা বুধ গ্রহের কক্ষপথের দূরত্ব থেকেও কম। সেকেন্ডে ৭০ কিলোমিটারেরও বেশি বেগে চলার রেকর্ড করেছিল হেলিওস-বি। সব ঠিকঠাক থাকলে পার্কার অবশ্য এই রেকর্ড ভেঙে ফেলবে। সূর্যের সামনে দিয়ে সেকেন্ডে প্রায় ২০০ কিলোমিটার বেগে যাবে পার্কার।

১৯৯৮ সালে নাসা আউটার প্ল্যানেটস সোলার প্রোব নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং মিশনের পরিকল্পনা করা হয়। ইউরোপা অরবিটার নামে যে মহাকাশযানটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেটা ২০০৩ সালে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে পাঠানোর কথা ছিল। এ মিশনটির উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপার বরফে ঢাকা পৃষ্ঠের নিচে তরল পানি আছে কি না, সেটা এবং সেখানে প্রাণের উপযোগিতা যাচাই করা। দ্বিতীয় মিশনটির নাম ছিল প্লুটো-কুইপার এক্সপ্রেস। সেটি উৎক্ষেপণের কথা ছিল ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে। খরচ বেশি হলেও তখনো প্লুটোর গ্রহের মর্যাদা ছিল। তাই সৌরজগতের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা মহাকাশযান পাঠানোর আইডিয়াটা একেবারে খারাপ ছিল না। তৃতীয় মিশনটি ছিল সোলার প্রোব। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি উৎক্ষেপণের কথা ছিল। সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে তিন সৌর ব্যাসার্ধ সামান্য দূরে থেকে এটি সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবে, সূর্যের করোনা ও সৌরবায়ুর গঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে, এমনটাই কথা ছিল। এই মিশনে বুধ গ্রহের পরিবর্তে বৃহস্পতির গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এটা মিশনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

২০০৩ সালে নাসা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে এই মিশনগুলো বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়। উল্লিখিত মিশনগুলোকে নতুনভাবে পরিকল্পনা করা হয়। ২০১০ সালের দিকে আগের সোলার প্রোব মিশনটিকে সোলার প্রোব প্লাস নামে অপেক্ষাকৃত কম খরচের একটি মিশনের আওতায় আনা হয়। বৃহস্পতির গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্টের পরিবর্তে এবার বুধ গ্রহের গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট ব্যবহার করা হবে। তবে আগের মতো সূর্যের এত কাছে মহাকাশযানটিকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর কারণ হচ্ছে, সূর্যের যত কাছে একটা মহাকাশযানকে পাঠানো হবে, তাপ থেকে যানটিকে বাঁচানোর জন্য তত বেশি আধুনিক এবং খরচে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। চেষ্টা করা হচ্ছিল, খরচ কমিয়ে কীভাবে এ মিশনটিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। **ক্রমশ —**

লালবাড়িতে সবুজের সভা

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। আঁচ ছিলই। তবে তা নেহাতই ঝড়ের পূর্বাভাস। এভাবে যে সাইক্লোন আসবে, তা হয়তো অনেকেই ভাবেননি। সেই ঝড়ের ধাক্কাতেই ভাঙলো সব রেকর্ড। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি আসনের মধ্যে ১৩৪টি আসনেই জয়ী তৃণমূল। ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের কলকাতা পুরসভার পুরবোর্ড দখলে রাখলো তারা। সবুজ ঝড়ে রীতিমতো উড়ে গেল বিজেপি—বাম—কংগ্রেস। বিজেপি পেল মাত্র তিনটি আসন। বাম এবং কংগ্রেস দু'টি করে আসনে জিতেছে। আর তিনটি আসনে জিতেছে নির্দল। কোনওমতে দ্বিতীয় স্থান টিকিয়ে রাখল বিজেপি। তবে দুই অঙ্কেও পৌঁছতে পারবে না, এতটা হয়তো আশা করেনি তারা। এমনটা যে হবে আশা করেনি বামও এবং কংগ্রেসও। এজন্য কলকাতাবাসীকেই ধন্যবাদ দিলেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'বাংলায় ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতির কোনও জায়গা নেই।' পিছিয়ে বিজেপি: ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের

পর থেকেই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠছে বিজেপি। বাম আর কংগ্রেস জোটকে ক্রমেই শূন্যে নামিয়েছে তারা। পুরভোটে এসে অবশ্য তাদের তরীও ডুবলো। মাত্র তিনটি আসন পেল বিজেপি। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মীনা দেবী পুরোহিত, ২৩ নম্বরে বিজয় ওঝা, ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হলেন সজল ঘোষ। ২০১৫ সালের পুরভোটে সাতটি আসন পেয়েছিল তারা। ২০১০ সালে তিনটি। ১০ বছর আগের সেই পুনরাবৃত্তিই হল এবার। শূন্যের দাগ মুছলো: চলতি বছরে বিধানসভা নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারেনি বাম আর কংগ্রেস। এবার অন্তত সেদিক থেকে মানরক্ষা হল দুই বিরোধী দলের। দু'জনেই পেয়েছে দু'টি করে আসন। বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতির খোঁচা, জোট বাঁধলে এটুকুও আর পেত না তারা। তবে এই ভোটে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বামেরা। শতাংশের বিচারে তৃণমূলের পরেই তারা। ৬৫ আসনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাম প্রার্থী। যেখানে বিজেপি ৫৪টি ওয়ার্ডে দ্বিতীয়। বাম নেতা রবীন দেব ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, যে তারা ভয় না পেয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোটগণনা নিয়েও কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন রবীন দেব। নেতা—মন্ত্রীর পুত্র—কন্যা: এবার পুরভোটে বর্তমান এবং

● এরপর দুইয়ের পাতায়

দ্বিতীয় স্থানে প্রথম বামপন্থীরা

শূন্যের দুঃস্বপ্ন মুছে পুরসভায় দুই

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। ২০০০ সালে কলকাতা পুরসভা তৃণমূল দখল করে নিলেও পাঁচ বছর পরে ২০০৫-এ ফের তা ছিনিয়ে নিয়েছিল বামেরা। মেয়র হয়েছিলেন সিপিএমের বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু সেই বামফ্রন্ট আর নেই। সেই সিপিএমও নেই। তবে আছে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে খাতা খুলতে না পারা সিপিএম তথা বামেরা দেখিয়ে দিল তারা রয়েছে কলকাতায়। বিরোধী হিসেবে আসন সংখ্যায় না হলেও বিজেপি বা কংগ্রেসের থেকে প্রাপ্ত ভোটে এগিয়ে বামেরা। গত পুরভোটেও কলকাতায় ১৫ ওয়ার্ডে জেতা বামেদের এবার ফল ঘোষণার আগে কোনও আসনই দেয়নি কোনও সমীক্ষা। রাজনৈতিক মহলের কাছেও ব্রাত্যই ছিলেন কমরেডরা। কিন্তু দিনের শেষে অন্য কথা বলল কলকাতা। কলকাতা পুরভোটে সিপিএম এবং সিপিআই একটি করে আসনে জিতেছে। তবে সব ক'টিতে অর্থাৎ ১৪৪টিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি বামেরা। ১২৮ আসনে প্রার্থী দিয়ে দুই ওয়ার্ডে জয়ী আর ৬৫ ওয়ার্ডে দ্বিতীয় স্থানে। সেখানে বিজেপি ১৪২ আসনে লড়াই করে জিতেছে তিনটিতে আর দ্বিতীয় হয়েছে ৫৪টি ওয়ার্ডে। প্রসঙ্গত, বিজেপি ১৪৪টি আসনে প্রার্থী দিলেও পরে দু'জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। সাম্প্রতিক কালের নিরিখে বামেদের ফল এই কারণেও অনেকটাই ভাল যে, প্রাপ্ত ভোটে বিজেপি-কে টপকে যেতে পেরেছে। শেষ পাওয়া হিসাবে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট যেখানে ৯ শতাংশের নীচে সেখানে সিপিএম একাই ৯ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। বামেদের মোট প্রাপ্ত ভোটের হিসেব পাওয়া গেলে তা মোট ভোটের ১১ শতাংশের উপরে যাবে বলেই প্রাথমিক পরিসংখ্যানে ইঙ্গিত মিলেছে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে সিপিএমের ভোটপ্রাপ্তির পারদ নিম্নগামী হতে শুরু করে ২০০৬ সাল

● এরপর দুইয়ের পাতায়

২৩শে মেয়র মনোনয়ন ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। আগামী ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হাজরা রোডের মহারাষ্ট্র নিবাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কলকাতা পুরসভায় নতুন বোর্ড গঠন হবে। ওই দিনই মনোনীত হবে মেয়রের নাম। মঙ্গলবার পুরভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই এ কথা জানিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অসমের উদ্দেশে রওনা দিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে তৃণমূলনেত্রী জানান, আগামী ২৩ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্র নিবাসে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সভা করবে দল। ওই সভায় মনোনীত করা হবে পুরসভার নতুন মেয়রের নাম। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ অসমের গুয়াহাটিতে কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছেন মমতা। সেখানে পুজো দিয়ে আবার এই দিনই তাঁর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ওমিক্রন

সতর্কবার্তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর।। দেশে ক্রমশ্য উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওমিক্রন। করোনার এই নয়া প্রজাতিতে আক্রান্তের সংখ্যা ভারতে ছাড়িয়েছে ১৫০। সেই সঙ্গে লাগাতার বৃদ্ধি পাচ্ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। আর যা নিয়ে রীতিমত চিন্তিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। করোনার আগের প্রজাতিগুলির থেকে সংক্রমণ সময়ের ভিত্তিতে বেশ এগিয়ে এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট, এই তথ্য আগেই প্রকাশ করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। আর ভারতে মাত্র তিন দিনের মধ্যে আক্রান্ত সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। যার ফলে চিন্তার ভাঁজ বিশেষজ্ঞদের কপালে। ভারতে ইতিমধ্যেই ১৫০ পেরিয়েছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। পাশাপাশি লাগাতার খবর আসছে এই প্রজাতিতে আক্রান্ত হওয়ার। সোমবারেই ১৫৮ জন ওমিক্রন আক্রান্ত হওয়ার কথা সামনে আসে। সেক্ষেত্রে সবার আগে তালিকায় নাম আছে মহারাষ্ট্রের। আক্রান্ত সবাই বিদেশ ফেরত বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে ইতিমধ্যে ৭৭ জন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

'অজয় মিশ্রের অপসারণ চাই' মিছিলের নেতৃত্বে রাহুল গান্ধী

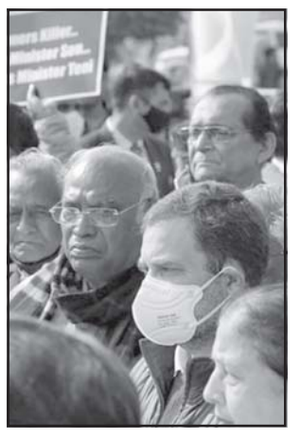

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের অপসারণের দাবিতে ফের উত্তাল সংসদ। এবার সংসদ ভবন থেকে বিজয় চক পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করল বিরোধীরা। সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি অভিযোগ করেছেন, লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের যেভাবে পিষে মারা হয়েছে তার পরেও অজয় মিশ্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী মোদি। গতকাল সংসদে খুনি মন্ত্রী বলে অজয় মিশ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতারা। শীতকালীন অধিবেশন শেষ হতে হাতে মাত্র ২ দিন বাকি রয়েছে। লোকসভা অধিবেশনে লখিমপুর খেরি নিয়ে পারদ চড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা অজয় মিশ্রের অপসারণের দাবিতে সংসদ ভবন থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করেন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি প্রথম অজয় মিশ্রের অপসারণ দাবি করে সংসদে সরব হয়েছিলেন। লোকসভা অধিবেশনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রথম দাবি করেন যে লখিমপুর খেরিতে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল। লখিমপুর খেরিতে যেভাবে কৃষকদের হত্যা করা হয় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মোদি সরকারের উচিত তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে অজয় মিশ্রকে সরিয়ে দেওয়া রাহুল গান্ধী এটাও সংসদে দাবি করেছিলেন যে, অজয় মিশ্র একেবারে পরিকল্পনা করে সেদিন কৃষকদের হত্যা করেছিলেন। তারপর থেকেই সংসদের দুই কক্ষে বিরোধীরা লখিমপুর খেরি ইস্যুতে অজয় মিশ্রের অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

গোয়ায় কংগ্রেসে বিধানসভার সদস্য ১৭ থেকে ২-এ!

পানাজি, ২১ ডিসেম্বর।। গোয়ায় কংগ্রেসের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরোর পরে আরও এক বিধায়ক যোগ দিলেন তৃণমূলে। এদিন অ্যালেক্সো রেজিনাল্ডো তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কলকাতায় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ২০১৭ সালে কংগ্রেস গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে ৪০ আসনের মধ্যে ১৭ টি আসন দখল করে। কিন্তু বিজেপি ১৩ আসন এবং অন্য নির্দল ও ছোট দলের বিধায়কদের নিয়ে সরকার গঠন করেছে। পরে কংগ্রেসেও ভাঙন ধরায়। এরপরে কংগ্রেসে ভাঙন ধরায় তৃণমূল। অ্যালেক্সো রেজিনাল্ডো পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরে গোয়া বিধানসভায় কংগ্রেস আসন সংখ্যা দাঁড়াল ২-এ। অ্যালেক্সো রেজিনাল্ডো গোয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। তিনি গোয়া বিধানসভার অধ্যক্ষ নম্রতা উলমানের কাছে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা দেন একদিন আগেই। তারপর থেকেই অ্যালেক্সো রেজিনাল্ডোকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। তবে কলকাতায় এসে তিনি নিজের অবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন। ২০২২-এর গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর নাম কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকাতেও ছিল। বলা ভাল কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৮ জন প্রার্থীর প্রথম যে তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতে নাম ছিল অ্যালেক্সো রেজিনাল্ডোর। এই মাসের শুরুর দিকে গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রবি নায়েক কংগ্রেসের বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তার আগে অপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরো কংগ্রেসের বিধায়ক পদ ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে গিয়েছেন।

আফস্পা প্রত্যাহার ঃ প্রস্তাব পাশ নাগাল্যান্ড বিধানসভায়

কোহিমা, ২১ ডিসেম্বর।। ওটিং গুলি কাণ্ডের জেরে উত্তাল নাগাভূম। মন জেলা থেকে রাজধানী কোহিমা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তুঙ্গে। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে সোমবার বিতর্কিত আফস্পা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব পাশ হল নাগাল্যান্ড বিধানসভায়। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ জঙ্গি সন্দেহে একটি গাড়িতে গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা। 'ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর' অর্থাৎ গোয়েন্দা তথ্যে ভুল ও পরিস্থিতি বিচারের গলদের জন্য প্রাণ হারাতে হয় ১৩ জন সাধারণ মানুষকে। পাল্টা উন্মত্ত জনতার হামলায় প্রাণ হারান এক জওয়ান। তারপর থেকেই আফস্পা আইনের বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ চলছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। গতকাল সেই দাবিকে কার্যত মান্যতা দিয়ে বিতর্কিত আইনটি প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব পেশ করা হয় নাগাল্যান্ড বিধানসভায়। মোদি সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নেইফু রিও-র পেশ করা প্রস্তাবটি বিনা বাধায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। বলে রাখা ভাল, নাগাল্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রী নেইফু রিও'র এনডিপিপি-র সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। এদিকে, আরও একটি নতুন জেলা পেল নাগাল্যান্ড। নিউল্যান্ড মহকুমাকে জেলার তকমা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি আজকের নয়, দীর্ঘ সময়ের। সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার নামে সেনাবাহিনী তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে বলে প্রায়শয়ই অভিযোগ ওঠে। প্রসঙ্গত, নয়ের দশক থেকে অসম, নাগাল্যান্ড-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সবকটি রাজ্য 'উপদ্রুত এলাকা' হিসাবে চিহ্নিত করে সেখানে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছে কেন্দ্র। একই পরিস্থিতি মণিপুরেও। সেখানে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে নেত্রী ইরম শর্মিলা চানু দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছিলেন। সেই ইতিহাস কারও অজানা নয়।

লাইফ স্টাইল

প্রস্টেট ক্যানসারের আশঙ্কা কমাতে চান?

কীভাবে যত্ন নেবেন শরীরের

পুরুষদের মধ্যে ব্যাপকহারে বাড়ছে প্রস্টেট ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা। পুরুষদের মধ্যে যত ধরনের ক্যানসারের সংক্রমণ হয়, তার মধ্যে সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে এই ক্যানসার। অবিলম্বে সাবধান না হলে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা।

সাধারণত ৪০ বছরের নিচে খুব বেশি পুরুষ এই ক্যানসারে আক্রান্ত হন না। কিন্তু ৪০-এর পর থেকেই একটু একটু করে আশঙ্কা বাড়তে থাকে। ৫০ পেরোলে সেই আশঙ্কা অনেকখানি বেড়ে যায়।

প্রাথমিক অবস্থায় কোনও জ্বালা বা সমস্যা না থাকলেও ক্রমশ বাড়তে থাকে এই ক্যানসারের সমস্যা। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত, খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমতে থাকা এর প্রাথমিক লক্ষণ।

প্রস্টেট গ্রন্থির যত্ন নিলে এই রোগের আশঙ্কা কিছুটা কমতে পারে বলে মত চিকিৎসকদের। কীভাবে প্রস্টেট গ্রন্থির যত্ন নেবেন? রইল কয়েকটি পরামর্শ।

চা পান: চায়ে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। বিশেষ করে গ্রিন টি। এই চা নিয়মিত খেলে প্রস্টেট ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। এমনই বলছেন চিকিৎসকরা। এছাড়াও চায়ের সঙ্গে জবা ফুলের পাপড়ি মিশিয়ে খেতে পারেন। বাক্সবন্দি হিবিসকাস টি'ও কিনতে পাওয়া যায়। এটিতেও প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এগুলি নিয়মিত খেলে প্রস্টেট ক্যানসারের আশঙ্কা কমে।

নিয়মিত শরীরচর্চা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ: অনেক পরীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে, প্রচুর শরীরচর্চা বা এক্সারসাইজ করলে এই ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রস্টেট গ্রন্থির নানা ধরনের সংক্রমণের হারই অনেকটা কমে যায়। ফলে এটি প্রস্টেট ক্যানসারের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়।

মানসিক চাপ কমানো:

চিকিৎসকরা বলছেন, অনেক পুরুষই মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে নিজেদের অজান্তে পেলভিক পেশিতে চাপ দেন। এটি প্রস্টেট গ্রন্থির উপর চাপ ফেলে। প্রাথমিক অবস্থায় এই সমস্যা প্রস্টেটাইটিস নামক সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু পরবর্তী কালে সেটিই প্রস্টেট ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ মানসিক চাপ কমান, তাতে কমবে এই ক্যানসারের আশঙ্কা।

নির্দিষ্ট নিয়মগুলো তো মেনে চলতেই হবে। কিন্তু তার পরেও এই ক্যানসারকে পুরোপুরি আটকানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম সমস্যা দেখলেই চিকিৎসকেরর পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়ার সঙ্গে মূত্রে রক্তপাত হলেই চিকিৎসককে জানাতে হবে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এই ক্যানসার সেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেকখানি

অর্কজিৎ-র দাপট সত্ত্বেও সংকটে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ অনূর্ধ্ব ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে বল হাতে দুরন্ত অর্কজিৎ দাস। টিম ম্যানেজমেন্টের অবিচারের জবাব দিতেই যেন এদিন জ্বলে উঠলো। তার দুরন্ত ঘূর্ণি বোলিং একটা সময় ৪০০ রানের স্বপ্ন দেখা অন্ধ্রপ্রদেশকে আটকে দিলো ৩৬৬ রানে। যদিও এরপর ব্যাট করতে নেমে যথারীতি ত্রিপুরা তার পুরোনো ফর্মে। ইতিমধ্যে মাত্র ১২৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে। ফলোঅনে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরার রান ২ উইকেটে ৩৫। মঙ্গলবার ছিল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। অর্থাৎ এই ম্যাচে পরাজয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আরও দুইটি দিন ব্যাটসম্যানরা টেনে নিয়ে যাবে এমন স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা। ফলে আরও একটি পরাজয়ের অপেক্ষায় আছে রাজ্য দল। দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে এদিন বল হাতে অনবদ্য ভূমিকায় দেখা গেলো অর্কজিৎ দাস-কে। প্রথম দিকের ম্যাচগুলিতে সেভাবে তাকে বোলিং করানো হয়নি। বিষয়টা অবশ্যই

রহস্যময়। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে প্রথম দিনে অর্কজিৎ-কে দিয়ে মাত্র ৬ ওভার বোলিং করানো হয়েছিল। ৬ ওভার বোলিং করেই তুলে নিয়েছিল ২টি উইকেট। আনন্দ ভৌমিক, আরমান হোসেন-দের মতো ব্যাটসম্যানরাও বোলিং করেছে। কিন্তু অর্কজিৎ-কে উপেক্ষা করা হয়েছে। সেই উপেক্ষারই জবাব দিলো এদিন। বল হাতে এককথায় দুরন্ত হয়ে উঠলো। আগের দিন অন্ধ্রপ্রদেশের রান ছিল ৬ উইকেটে ২৯৩। এদিন ৪০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামে। তবে অর্কজিৎ তাদের সেই লক্ষ্যকে সফল হতে দেয়নি। ৩৬৬ রানে শেষ হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ইনিংস। মাত্র ১০.৪ ওভার বোলিং করে ২৮ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয় অর্কজিৎ। যেসব স্পিনারদের উপর টিম ম্যানেজমেন্টের বিশেষ ভরসা ছিল তাদের একজন সন্দীপ সরকার ২৫ ওভার বোলিং করে ৮৫ রানে পেয়েছে মাত্র ১টি উইকেট। সৌরভ দাস ২৩ ওভারে ৬৮ রানে ২ উইকেট, দেবরাজ দে ২২ ওভারে ৫৮ রানে ২ উইকেট। এমনকি দুর্লভ রায়-কে দিয়েও ১২ ওভার বোলিং করানো হয়েছিল। তবু প্রতিভাবান অর্কজিৎ-র কথা ভাবা হয়নি। এদিন যে কোন কারণেই হোক অর্কজিৎ-কে দিয়ে বোলিং করানো হয়। মাত্র ৪.৪ ওভার বোলিং করেই ৩টি উইকেট তুলে নেয়। আগের দিন পেয়েছিল ২টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত ২৮ রানে ৫ উইকেট তুলে নেয় অর্কজিৎ। ক্রিকেটপ্রেমীরা আশা করছে, এবার হয়তো টিসিএ এই ক্রিকেটারটির প্রতি সুবিচার করবে। ব্যাটিং করতে নেমে যথারীতি ত্রিপুরার হাল শোচনীয় হয়। চলতি কোচবিহার ট্রফিতে ১টি ইনিংসেও ২০০ রান করতে না পারার রেকর্ড বজায় রাখলো রাজ্য দল। শুরুতে ফিরে যায় আরমান হোসেন। অপর ওপেনার দীপজয় দেবও বেশি সময় থাকেনি। ওয়ানডাউনে নামা দুর্লভ রায় করে ২ রান। এরপর অরিন্দম বর্মণ এবং আনন্দ ভৌমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে। সেট হয়েও যথারীতি অরিন্দম ২২ রানে ফিরে যায়। এরপর আনন্দ এবং সন্দীপ সরকার আরও একবার রুখে দাঁড়ায়। সন্দীপ ২৪ রানে ফিরে যাবার পর দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক-কে আর কোন ব্যাটসম্যান সঙ্গ দিতে পারেনি। ফলে ৪১.৩ ওভারে মাত্র ১২৩ রানে শেষ হয় দলের ইনিংস। চলতি আসরে দুর্দান্ত ফর্মে আছে রাজ্য দলের অধিনায়ক আনন্দ ভৌমিক। এদিনও বিপর্যয়ের সময়ে আরও একটি চমৎকার অর্ধশতরান বেরিয়ে এলো তার ব্যাট থেকে। ৫৫ রানে অপরাজিত থাকে আনন্দ ভৌমিক। অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে মল্লিকার্জুনা দুরন্ত বোলিং করে। মাত্র ২৫ রানে তুলে নেয় ৭টি উইকেট। বোলারটির দাপটের সামনে সুবিধাই করতে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সহজ জয় পেলো উত্তর তৈখমা স্কুল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে মঙ্গলবার উত্তর তৈখমা স্কুল ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিলো জোলাইবাড়ি স্কুলকে। মূলতঃ রমেন দেববর্মা এবং সমীর নোয়াতিয়া-র দুরন্ত বোলিং-র সৌজন্যে তারা জয় তুলে নিলো। টসে জিতে জোলাইবাড়ি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে রমেন এবং সমীর-র দাপটে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত

মাত্র ৫৩ রান করতে সক্ষম হয়। উত্তর তৈখমা স্কুলের হয়ে রমেন ১০ রানে ৪টি এবং সমীর ১৭ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১১.৪ ওভারে মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উত্তর তৈখমা স্কুল। আকাশ দেববর্মা ২৩ রানে অপরাজিত থাকে। এদিকে, চড়কবাই মাঠে অনুষ্ঠিত অপর একটি ম্যাচে জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টার ১৭ রানে হারিয়েছে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যের সর্ববৃহৎ রেটিং দাবা শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ২৬৬ জন দাবাড়ুকে নিয়ে রাজ্যের সর্ববৃহৎ রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হলো। অতীতে কখনও এরাজ্যে দাবা আসর ঘিরে তেমন উন্মাদনা দেখা যায়নি। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এবং মেট্রিক্স চেস অ্যাকাডেমির সৌজন্যে এবার তাই হচ্ছে। ভিনরাজ্যের ১৭৫ জন দাবাড়ু এখানে খেলতে এসেছে। যা এককথায় রেকর্ড। পাশাপাশি নেপাল থেকে এসেছে দুই দাবাড়ু। মঙ্গলবার এনএসআরসিসি'র যোগা হলে আসরের উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। প্রথম বর্ষ অপর্ণা দত্ত স্মৃতি রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃতী দাবাড়ুদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছোট্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন বোর্ডে ম্যাচ শুরু হয়। শুরুতেই ঘটে যায় অঘটন। আনরেটেড দাবাড়ুর কাছে হেরে গেল রাজ্যের অন্যতম সেরা অর্শিয়া দাস। দিল্লির গোপালা কৃষ্ণনের কাছে হেরে যায় অর্শিয়া। এছাড়া শীর্ষ বাছাই দাবাড়ুরা প্রত্যেকে এদিন জয় পেয়েছে। প্রসঙ্গত আসরের চিফ আরবিটর হলেন প্রদীপ কুমার রায়।

সহজ জয় পেলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ কল্যাণ সমিতি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফের খেতাবি দৌড়ে চলে এলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে পরাজিত হয়। ফলে খেতাবি দৌড়ে থাকতে হলে এদিনের ম্যাচ জেতা অত্যন্ত জরুরি ছিল। সেই লক্ষ্যে সফল ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। চলতি দ্বিতীয় ডিভিশনে এর আগে অন্য কোন দল প্রতিপক্ষের জালে তিন বার বল জালে জড়াতে পারেনি। সেটা সম্ভব করলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। এককথায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। এখনও শীর্ষে রয়েছে মৌচাক। ৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। অন্যদিকে, ৪ ম্যাচ খেলে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে স্পোর্টস স্কুল এবং ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। এদিন দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে উমাকান্ত মাঠে মুখোমুখি হয় এই দুই দল। মাঝ মাঠকে জমাট রেখে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। কল্যাণ সমিতি এই বছর মূলতঃ আসাম রাইফেলসের টিনএজার ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে। দলটি আগের ম্যাচগুলিতে বেশ লড়াই করেছে। তবে এদিন সেভাবে লড়াই করতে পারেনি। শুরু থেকেই ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে গুটিয়ে যায় তারা। ম্যাচের ১৮ মিনিটে সালকাহাম জমাতিয়া এগিয়ে দেয় ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন-কে। প্রথমার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও সেটা কাজে লাগাতে পারেনি ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে ফ্রেণ্ডস-র হয়ে ব্যবধান বাড়ায় আনন্দ জমাতিয়া। ম্যাচ শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে দলের তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে সালকাহাম জমাতিয়া। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে জয় পায় ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। রেফারি তাপস দেবনাথ ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের শ্যাম জমাতিয়া এবং কল্যাণ সমিতির সুমিত ধানুক-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব ২৭ ডিসেম্বর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের পরিচালনায় পশ্চিম জেলাভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ২৭ ডিসেম্বর সদর, জিরানিয়া এবং মোহনপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের আগামী ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। সদরের ঝুমা জমাতিয়া , মোহনপুরের জয়শ্রী দেববর্মা এবং জিরানিয়ার শংকর দাস-র সাথে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের তরফে উপ-অধিকর্তা শিমল দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জাতীয় মোয়াইথাই-এ সাফল্য পেলো ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ মণিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত জাতীয় মোয়াইথাই প্রতিযোগিতায় ঈর্ষণীয় সাফল্য পেলো ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা। ৪টি সোনা সহ মোট ১৬টি পদক পেয়েছে দলের খেলোয়াড়রা। স্বর্ণপদকজয়ী খেলোয়াড়রা হলো—পরিমল দাস, অদীপ কুমার সেন, দীপা রজক এবং প্রিয়া মারাক। রৌপ্যপদক জয়ীরা হলো—সাহিল গুরুং, সায়নদীপ ভৌমিক, রিজু রানি হালাম, পরিহিয়ান রংলং এবং জয় শীল। ব্রোঞ্জপদক জয়ীরা হলো—ঋত্বিক কিশোর দেববর্মা, ট্রেসি ডার্লং, রেজিনা দেববর্মা, অভিজিৎ দেববর্মা, বিশ্বজিৎ হালাম, সুমলারি হালাম এবং প্রীতি মুড়াসিং। অল ত্রিপুরা অ্যামেচার মোয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ সিনহা এবং সচিব রাজীব দেববর্মা পদকজয়ী খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গুরুত্বহীন ম্যাচে জয়ী কেশব সংঘ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ টিএফএ পরিচালিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে মঙ্গলবার কেশব সংঘ নামমাত্র গোলে হারিয়ে দিলো সবুজ সংঘ-কে। দুইটি দলই ইতিমধ্যে খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। পাশাপাশি সরোজ সংঘ শেষ সময়ে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই বছর অবনমনও নেই। তাই কেশব এবং সবুজ সংঘের এদিনের ম্যাচটি ছিল শুধুমাত্র লিগ তালিকায় নিজেদের অবস্থান উন্নত করা। সেই লক্ষ্যে সফল কেশব সংঘ। যদিও ম্যাচ মোটেও উপভোগ্য হয়নি। দুই দলের হয়েই মাঠে নামে এক ঝাঁক মাঝারি মানের ফুটবলার। দীর্ঘদিন করোনার কারণে ফুটবলাররা খেলা থেকেও দূরে ছিল। দ্বিতীয় ডিভিশনে সবকয়টি দলকেই এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ফুটবলাররা চেষ্টা করলেও পূর্ণ ছন্দে ফিরতে আরও সময় লাগবে। এদিন কেশব সংঘ এবং সবুজ সংঘের ম্যাচেও এটা দেখা গেলো। প্রথমার্ধের ৬ মিনিটে কেশব সংঘের বিপতর দেববর্মা জয়সূচক গোলটি করে। এরপর ম্যাচে আর কোন গোল হয়নি। এই একটি মাত্র গোলে ম্যাচ জিতে নিলো কেশব সংঘ। ম্যাচ পরিচালনা করলেন বিশ্বজিৎ দাস।

পূর্বোত্তর জাতীয় সিনিয়র বাস্কেটবল

গোপনে দল পাঠিয়ে ত্রিপুরার মুখে চুনকালি মাখানো হলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ গোপনে জাতীয় আসরে দল পাঠিয়ে ত্রিপুরার মুখে চুনকালি মাখানো অব্যাহত। হকি ত্রিপুরার পর এবার একই কাণ্ড ঘটিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক পন্থী ত্রিপুরা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, আগামী ২৩-৩০ জানুয়ারি চেন্নাইয়ে বসছে ৭১-তম জাতীয় সিনিয়র বাস্কেটবল আসর। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই হবে প্রতিযোগিতা। তবে বাস্কেটবল ফেডারেশন এই জাতীয় আসরের মান বাড়াতে দলের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে। তার জন্য জোনাল বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। পূর্বোত্তর থেকে শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল চেন্নাইয়ে জাতীয় আসরে অংশ নেবে। এবার পূর্বোত্তর থেকে পুরুষ বিভাগে মিজোরাম এবং মহিলা বিভাগে অসম জাতীয় আসরে যাচ্ছে। সম্প্রতি মেঘালয়ের শিলং-এ অনুষ্ঠিত হয় পূর্বোত্তর জাতীয় সিনিয়র বাস্কেটবল। এই জাতীয় (পূর্বোত্তর) সিনিয়র বাস্কেটবল মিটে ত্রিপুরার পুরুষ দল অংশ নেয়। কিন্তু প্রথম ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরা দল যে শিলং-এ জাতীয় আসরে যাচ্ছে তার কোন আগাম ঘোষণা যেমন ছিল না তেমনি কবে রাজ্য দল হলো, রাজ্য দলে কে কে সুযোগ পেলো এবং রাজ্য দল কবে শিলং গেলো তা মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে জানানো হয়নি। এবার আসা যাক শিলং-এ এই পূর্বোত্তর জাতীয় সিনিয়র বাস্কেটবল মিটে ত্রিপুরার পুরুষ দলের ফলাফল নিয়ে। ১৭ ডিসেম্বর ত্রিপুরা প্রথম খেলতে নামে অসম-র বিরুদ্ধে। গোটা ম্যাচে ত্রিপুরা-কে এক প্রকার দাঁড় করিয়ে রেখে অসম ১২৮-১৮ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেয়। ১৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বনাম নাগাল্যান্ড। এই ম্যাচেও ত্রিপুরা বিধ্বস্ত হলো। নাগাল্যান্ডের মতো দল ত্রিপুরাকে ১২৭-৪৯ পয়েন্টে পরাজিত করে। ১৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বনাম মণিপুর ম্যাচ। এই ম্যাচে ত্রিপুরা-কে দাঁড়াতেই দেয়নি মণিপুর। মণিপুর ১১১-২৬ পয়েন্টে ত্রিপুরাকে বিধ্বস্ত করে। টানা তিন ম্যাচে ত্রিপুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যদিও ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক পন্থী ত্রিপুরা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু শিলং-এ ত্রিপুরার ফলাফল জানায়নি। তবে ফলাফল জানায়নি সে অন্য কথা। ত্রিপুরা দল যে শিলং গেছে, দলে কারা কারা গেছে তা পর্যন্ত জানানো হয়নি। অভিযোগ, চুক্তির ভিত্তিতে নাকি ত্রিপুরা দল গঠন করে শিলং পাঠানো হয়েছে। রাজ্য দল গঠনের নামে নাকি হয়েছে প্রহসন। টাকার বিনিময়ে নাকি রাজ্য দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যারা টাকা দিতে পেরেছে তাদেরই নাকি শিলং পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নাকি ত্রিপুরা বাস্কেটবলে অনিয়ম চলছে। দুইটি কমিটি থাকলেও ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত যারা তাদের আবার ফেডারেশনের অনুমোদন নেই। কিন্তু যাদের হাতে অনুমোদন তারা নাকি জাতীয় আসরে দল পাঠানোর ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম করে চলছে। যার বড় উদাহরণ শিলং-এ জাতীয় পূর্বোত্তর বাস্কেটবলে দল পাঠানো। যেখানে গোপনে ত্রিপুরা দল পাঠানো হয়। আর সেখানে ত্রিপুরা অসম-র কাছে ১২৮-১৮, নাগাল্যান্ডের কাছে ১২৭-৪৯, মণিপুরের কাছে ১১১-২৬ পয়েন্টে পরাজিত হয়।

পশ্চিম জেলাভিত্তিক ব্যাডমিন্টন সমাপ্ত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত উন্মুক্ত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো। মোট ৭টি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এনএসআরসিসি-তে আয়োজিত আসরে পুরুষ সিঙ্গলসে রীতেশ কোঠারি বিজয়ী হয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৯ বালক বিভাগে সৃজন দাস, বালিকা বিভাগে মৈথিলী পাল, অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বিভাগে জয়দেব ঘোষ, বালিকা বিভাগে পিউ দে, অনূর্ধ্ব ১৫ বালক বিভাগে পলাশ কুমার সরকার, বালিকা বিভাগে পিউ দে, অনূর্ধ্ব ১৩ বালক বিভাগে প্রতীক দাস, বালিকা বিভাগে অদ্রিজা দে, অনূর্ধ্ব ১১ বালক বিভাগে রিতুরাজ দেবনাথ এবং বালিকা বিভাগে অদ্রিজা দে বিজয়ী হয়েছে। পুরুষ ডাবলসে রীতেশ কোঠারি-শুভ্রদীপ দেবরায় জুটি বিজয়ী হয়েছে। রানার্স হয়েছে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে-তে অংশগ্রহণ করবে বিপ্রজিৎ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ এসকেএসএ আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। এতে ত্রিপুরার আট বছর বয়সি বিপ্রজিৎ দাস অংশগ্রহণ করবে। শটকান ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার তরফে সচিব সঞ্জীব সূত্রধর এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সচিবহীন টিসিএ-তে সভাপতির গুরুত্বও কমছে বলে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ক্রিকেটের নানা সমস্যা, নানা অভিযোগ নিয়ে টিসিএ-র সভাপতির দরবারে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে রাজ্যের ক্রিকেট জগৎ-র মানুষদের। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু রাজ্যের ক্রিকেট মহল যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত তা হলো, সভাপতির ক্ষমতাহীন ভূমিকায়। জানা গেছে, ১৮ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয় টিসিএ থেকে। যেহেতু অধিকাংশ মহকুমায় যেমন ক্রিকেট মাঠ তৈরি নেই তেমনি স্কুলের পরীক্ষার জন্য অনেক ক্রিকেটার আপাতত মাঠে নেই। এই অবস্থায় মহকুমাগুলি থেকে টিসিএ সভাপতিকে জানানো হয় যে, তারা সবাই তৈরি নয় তাই আপাতত যেন অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট বন্ধ রাখা হয়। সভাপতি বিভিন্ন মহকুমার অনুরোধ পেয়ে টিসিএ-কে নির্দেশ দেন, আপাতত যেন অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট বন্ধ রাখা হয়। ১৬ ডিসেম্বর রাতে টিসিএ থেকে সমস্ত মহকুমাকে বার্তা পাঠানো হয় যে, সদর সহ সমস্ত মহকুমায় অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট আপাতত স্থগিত। এই বার্তা পেয়ে মহকুমাগুলি নিশ্চিত হয় যে, আপাতত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট হচ্ছে না। কিন্তু ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে নাকি টিসিএ-তে অন্য নাটক। সভাপতিকে নাকি রীতিমত চাপের মুখে তার আগের সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়। সভাপতি বাধ্য হন আগের দিনের ঘোষণা বাতিল করতে। ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আবার টিসিএ থেকে বার্তা পাঠানো হয় যে, ১৮ ডিসেম্বর থেকে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হবে। মহকুমাগুলি রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত হাতে-গোনা কয়েকটি মহকুমা ১৮ ডিসেম্বর থেকে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করে। জানা গেছে, সদরের এক অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটারের অভিভাবক বয়স সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সভাপতির কাছে গিয়েছিল। সভাপতি নাকি টিসিএ-তে পাঠান ওই ক্রিকেটারের অভিভাবককে। কিন্তু টিসিএ-তে নাকি বাজে ঘটনার শিকার হন ওই অভিভাবক। তাকে নাকি বলা হয়, সভাপতি কবে ক্রিকেট খেলেছেন যে তার কথা মতো চলতে হবে। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, সম্প্রতি বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয় ত্রিপুরা। এতদিন ক্রিকেটে কোন ঘটনা বা সাফল্য পেলে সভাপতি টিসিএ-র পক্ষ থেকে অভিনন্দন বা ধন্যবাদ বার্তা পাঠাতেন। কিন্তু এবার দেখা গেলো, সভাপতির নামই নেই। অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন যুগ্মসচিব। সভাপতি, সহ-সভাপতি থাকতে যুগ্মসচিবের অভিনন্দন বার্তা দেখে ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, তবে কি এখন কাগজপত্রেও সভাপতি বাদের খাতায়? জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে টিসিএ-র সভাপতির কাছে অভিযোগ বা সমস্যা নিয়ে যারা যাচ্ছেন তাদের টিসিএ-তে পাঠানো হলে সেখানে এসে তাদের নাকি নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। অনেক সময় নাকি সভাপতি সম্পর্কে বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। আমবাসার এক জুনিয়র মহিলা ক্রিকেটারের অভিভাবক টিসিএ-তে এসেছিলেন নির্দিষ্ট অভিযোগ জানাতে। অভিযোগ, ওই অভিভাবককে নাকি টিসিএ-তে রীতিমত হেনস্তা করা হয়। শুধু তাই নয়, ওই জুনিয়র মহিলা ক্রিকেটারকে নাকি নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কাছে এই ঘটনার অনেক তথ্য আছে। আমরা দেখতে চাইছি, টিসিএ-র সভাপতি কি পদক্ষেপ নেন তার জন্য। জানা গেছে, অনেক সময় অভিভাবকরা টিসিএ-র সভাপতির কাছে যান নানা অভিযোগ বা সমস্যা নিয়ে। পরবর্তী সময়ে তারা যখন টিসিএ-তে যান তখন নাকি তাদের নানা আপত্তিকর কথা শুনতে হয়। সভাপতি সম্পর্কেও নাকি বাজে মন্তব্য শুনতে হয়। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, টিসিএ-তে সভাপতি আজ গুরুত্বহীন। যতদিন সচিব ছিলেন ততদিন নাকি সভাপতির যথেষ্ট সম্মান ছিল টিসিএ-তে। এখন সচিবকে ক্ষমতাচ্যুত করে খোদ সভাপতি নাকি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছেন। এই অভিযোগ টিসিএ বা ক্রিকেট মহলে কান পাতলেই নাকি এখন শোনা যায়।

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয় পেলো আমজাদনগর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয় পেলো আমজাদনগর স্কুল। তারা ৪ উইকেটে হারিয়ে দিলো সাড়াসীমা স্কুলকে। মূলতঃ বোলারদের দাপটে জয় তুলে নিলো আমজাদনগর স্কুল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাড়াসীমা স্কুল ঘোর বিপদের মুখে পড়ে। আমজাদনগর বোলারদের দাপটে শুরু থেকেই বিপর্যয় দেখা দেয় তাদের ইনিংসে। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২৮.৪ ওভারে মাত্র ৬৬ রানে গুটিয়ে যায় দলের ইনিংস। দলের হয়ে ইয়াসিন মিঞা ১৭ এবং কবীর মিঞা ১০ রান করে। আমজাদনগরের হয়ে সঞ্জাদ হোসেন ৩টি এবং ইউনুস রবি ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আমজাদনগর ১৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ইউনুস রবি এবং মহম্মদ সাকিল ১২ রান করে। ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয় আমজাদনগর। সাড়াসীমা স্কুলের হয়ে সাজ্জাদ হোসেন ৩টি এবং নজরুল ইসলাম, সাগর দাস, কবীর মিঞা ১টি করে উইকেট নেয়।

জম্মু রওয়ানা হলো কোরাস দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের ভগবতীনগর ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সিনিয়র কোরাস প্রতিযোগিতা। এতে রাজ্যের ৮ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে। মঙ্গলবার রেলপথে খেলোয়াড়রা জম্মু ও কাশ্মীরে রওয়ানা হয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—দীপ্তনু পাল (৫০ কেজি), দীপ্তনু দত্ত (৫৫ কেজি), রোহিত নাথ (৬০ কেজি), তাজ দেবনাথ (৬৫ কেজি), আকাশদীপ পাল (৬৬ কেজি), সুপর্ণা দাস (৪৮ কেজি), রশ্মি দেব (৪৪ কেজি), সঙ্গীতা দেব (৪৮ কেজি)। এছাড়া দলের সাথে গিয়েছে কোচ পিঙ্কি চাকমা, ম্যানেজার শর্মিষ্ঠা সাহা এবং রেফারি সুস্মিতা চাকমা। ত্রিপুরা স্টেট কোরাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং সচিব রাহুল ভট্টাচার্য দলের সাফল্যের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত, এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় সিনিয়র দল নির্বাচিত করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

আনন্দ রসে অবশ সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন রাজ্যের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ জয়ে সেই কারণেই ত্রিপুরায় উল্লাসের রসগোল্লা খাচ্ছেন এখানকার সমর্থকেরা। এ রাজ্যের পুরভোট পর্বে বিজেপির শারীরিক এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়ে কার্যত বেহাল অবস্থা হয়েছিলো রাজ্য তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। আগরতলায় ৫১টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিলেও ন্যূনতম প্রচারে পর্যন্ত যেতে পারেননি তারা। এক-দুটি ওয়ার্ডে পোলিং এবং কাউন্টিং এজেন্ট থাকলেও কোনওটিতেই আর এজেন্টের কথা ভাবতেও পারেনি তৃণমূল। আর সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের পুরভোটের দিন 'রামধোনা' দেখে এ রাজ্যের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা যারা ভোট পর্বে নির্যাতিত হয়েছিলেন তারা বেশ আহ্লাদিত হয়েছেন। বঙ্গ ভোটের ফল প্রকাশের পর এদের আহ্লাদ এবার রসগোল্লা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা

ডোমজুড় কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে ফেল করা প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে ফিরে বর্তমানে ত্রিপুরার দায়িত্বে। কলকাতা ভোটের জয়ের আনন্দে এদিন তিনি রসগোল্লা খাইয়েছেন সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের। তবে জয়ের আনন্দে এ রাজ্যের নেতা-কর্মীরা এতটাই উল্লসিত ছিলেন যে, রসগোল্লায় রস আছে না জল আছে সেটা ভাবার আগেই রাজীববাবু সুবলবাবুর মুখে পুরো রসগোল্লা মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মিষ্টি রস নাকে-মুখে উঠে সুবলবাবুর নাকি প্রাণ যাওয়ার জোগাড়। এমনিতেই কলকাতা জয়ের আনন্দে এবং বিজেপির তৃতীয় স্থানে চলে যাওয়ার প্রতিশোধস্পৃহায় সুবলবাবুরা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজিত ছিলেন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্কুল পড়ুয়াকে হত্যার দায়ে কারাদণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। স্কুল পড়ুয়া নাবালককে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে এক যুবকের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় দিল আদালত। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক অংশুমান দেববর্মা এই রায় দিয়েছেন। আসামির নাম মনীষ চক্রবর্তী। তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ এবং ৩২৫ ধারায় হত্যার চেষ্টা এবং মারধরের অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড। এই ঘটনায় সরকার পক্ষে ৮জন সাক্ষ্য দেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মহাশক্তি পূর্বপাড়ায় স্কুলে যাওয়ার পথে ৯

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কর্মস্থলে নির্বাহী বাস্তুকারের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ডিসেম্বর।। পূর্ত দফতরের নির্বাহী বাস্তুকার পিটার উঁচুইয়ের (৪২) মৃত্যুতে বাক্‌রুদ্ধ সহকর্মী থেকে শুরু করে তার পরিবারের লোকজন। কারণ, ঘটনার কিছু সময় আগেও তিনি বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন। বাড়িতে যাওয়ার আগে তিনি কিল্লার বিভিন্ন নির্মাণস্থল পরিদর্শন করে আসেন। মধ্যাহ্নভোজ সেরে তিনি আবার অফিসে ছুটে আসেন কাজের তাগিদে। কিন্তু বাড়ি থেকে অফিসে এসে নিজের চেম্বারে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন নির্বাহী বাস্তুকার। তড়িঘড়ি তাকে প্রথমে কিল্লা প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান সহকর্মীরা। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। দুর্ভাগ্যবশত জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক নির্বাহী বাস্তুকারকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র ৪২ বছরে নির্বাহী বাস্তুকারের মৃত্যুতে সবাই অবাক হয়েছেন। কারণ, সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা ব্যক্তি কিভাবে হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। সম্প্রতি তিনি নির্বাহী বাস্তুকার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে বাস্তুকার মহল এবং এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা থেকে শুরু করে বিধায়ক অনেকেই হাসপাতালে ছুটে যান। যেহেতু তার মৃত্যু অস্বাভাবিক ঘটনা, তাই মৃতদেহ এদিন রাতে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ধারণা করা হচ্ছে হৃদরোগে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মণ্ডল অফিসে আটকে মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ ডিসেম্বর ।। সিপিএম কর্মীকে বিজেপির মণ্ডল অফিসে আটকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দন দেবনাথ নামে ওই সিপিএম কর্মীকে কুলাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি আবার সিআইটিইউ'র কমলপুর মহকুমা কমিটির সদস্য। এই ঘটনায় সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিবাদ জানিয়েছে। মঙ্গলবার সংগঠন এক বিবৃতিতে জানায়, কমলপুর মণ্ডল অফিসে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করেই চন্দনকে মারধর করা হয়েছে। বিজেপির দুর্বৃত্তরা এই কাজ করেছে। আহত চন্দনের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এই ঘটনায় কমলপুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযুক্তকেই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

থানা থেকে পালালো চোর

প্রতিবাদী কলম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিনিধি, ২১ ডিসেম্বর ।। রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আবারও পালিয়ে গেলো চোর। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া পুলিশ অভিযুক্ত চোরের পেছনে ধাওয়া করেও নাগাল পায়নি। খুব সহজেই আহত চোর পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে শান্তিরবাজার এলাকায়। অনেকেই থানার পুলিশবাবুরা কতটুকু অলস হয়ে গেছেন তা নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। জানা গেছে, পলাতক চোরকে জিবিপি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে মঙ্গলবারই শান্তিরবাজার থানায় নেওয়া হয়েছিল। সোমবার শান্তিরবাজারে একটি দোকানে চুরি করতে গিয়েছিল সে। তাকে বাজারের ব্যবসায়ীরা হাতেনাতে আটক করে মারধর করে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মারধরের কারণে রক্তাক্তও হয় ওই চোর। তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। এক রাত হাসপাতালে চিকিৎসার পর মঙ্গলবার সকালে ছাড়া পায়। এরপরই নেওয়া হয় শান্তিরবাজার থানায়। জানা গেছে, থানার লকআপে তাকে ঢুকানো হয়নি। থানার ভেতর একটি টেবিলের পাশে বসানো হয়েছিল। সেখান থেকেই পুলিশের সামনে দিয়ে পালিয়ে যায় এই অভিযুক্ত। জখম চোরের পেছনে দৌড়ে কাছাকাছিও যেতে পারেনি থানার পুলিশবাবুরা। পরে এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এমনকী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চুরির মামলা পর্যন্ত নিতে চাইছে না থানা। লজ্জা ঢাকতে গোটা বিষয়ে চুপ করে গেছেন থানার পুলিশবাবুরা। এ নিয়ে শান্তিরবাজারের এসডিপিও এবং ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। সংবাদ ভবন থেকে ওসি এবং এসডিপিও-কে ফোন করা হলেও তারা ধরেননি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনেই ছুটিতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি রাস্তায় ফেলে শিক্ষককে ধোলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষককে রাস্তায় ফেলে পেটালো অভিভাবকরা। ফটিকরায় থানা এলাকায় বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে এভাবে মারধর করার ঘটনা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এখন শ্লীলতাহানি এবং মারপিটের ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ চলছে। যে কারণে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। কোনো পক্ষই পুলিশের দ্বারস্থ হন নি। জানা গেছে এলাকার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশের সামনেই জুয়ার আসর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ ডিসেম্বর ।। প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চলছে শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন এলাকায়। পুলিশের সামনেই ত্রিং উৎসবে মেলা জাকিয়ে বসেছে। ত্রিং উপলক্ষে তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের দ্রোনজয়স্কুল মাঠে উৎসবের আয়োজন করা হয়। সোমবার থেকে দু'দিন ব্যাপী এই উৎসব শুরু হয়। বগাফা বাজারেও ত্রিং উপলক্ষে খাদ্য মেলার আয়োজন করা হয়। অভিযোগ মেলা কমিটির উদ্যোগেই জুয়ার আসর বসানো হয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ উঠেছে, বিজেপি নেতা গৌরী শঙ্কর রিয়াংয়ের বাড়ির সামনেও জুয়ার আসর বসানো হয়েছে। সবকিছু বিজেপির রাজ্য কমিটির এই নেতা জানেন। কিন্তু জুয়ার বিরুদ্ধে তিনি পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ করেন না। জুয়ার আসরে এসে সাধারণ নাগরিকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। এদিকে তাকমাছড়ায়ও দু'দিনের মেলায় জুয়ার আসর বেশ দাপটেই চলছে। শান্তিরবাজার থানার পুলিশ অফিসারদের ম্যানেজ করে বেশ কয়েকটি জুয়ার আসর বসানো হয়েছে। মেলায় শত শত লোক যাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যে কারণে সাধারণ নাগরিকরা বুঝে নিয়েছেন পুলিশের মদত না থাকলে প্রকাশ্যে এই ধরনের জুয়ার আসর বসানো যেতো না। মোটা টাকার বিনিময়েই এই ধরনের আসর বসেছে। মদত রয়েছে শাসক দলের নেতারও।

বোধজংনগরে খুন শ্রমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। বোধজংনগরে আবারও খুন একটি বেসরকারি ফার্মে কর্মরত শ্রমিক। মঙ্গলবার ভোরে রক্তাক্ত অবস্থায় ফার্মের কাছেই তাকে পাওয়া যায়। খুন করে এই ব্যক্তিকে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃতের নাম রুমন দাস। তিনি বোধজংনগর থানার আর কে নগরে একটি ফার্মে চাকরি করতেন। সোমবার রাতে তার নাইট ডিউটি ছিল। যথারীতি তিনি সন্ধ্যার পর কাজের জন্য যান। ভোরে এলাকার লোকজন রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান এই শ্রমিককে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনও ছুটে যান। তারাই রুমনকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় রুমন। এই ঘটনায় বোধজংনগর থানায় খুনের মামলা করা হবে বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। তাদের আরও বক্তব্য, ফার্মের নাইট গার্ড হিসেবে আরও একজন কাজ করেন। ওই যুবককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত সেই খুন করে পালিয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই খুনের মামলায় বোধজংনগর থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। কারণ আর কে নগর এলাকায় অপরাধ অনেক বেড়েছে। থানার ওসি এসব অপরাধ বন্ধ করতে কোনও ব্যবস্থা নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এক বিধায়কের ঘনিষ্ঠ কিছু দুষ্কৃতি নিপকো এবং আর কে নগর এলাকা দখল করে রেখেছে। তারাই ঠিক করে তাদের কোথায় কাজ দেওয়া হবে। এই জন্য তাদের কমিশনও দিতে হয়। কেউ তাদের কথার খেলাপ করলে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়। শাসক দলের নাম করে এই দুর্বৃত্তরা সহজেই ছাড় পেয়ে যায়। তাদের কখনো খুঁজে পায় না বোধজংনগর থানার পুলিশকর্মীরা। অভিযোগ রয়েছে, এমনই একটি খুনের মামলায় যুক্ত ১১জন মিলে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসিকে নতুন জায়গা কিনে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এখন তারা আবার বিল্ডিং বাড়িও তৈরি করে দিচ্ছেন। একই কায়দায় এখন এলাকার মাফিয়াচক্র থানার ওসির বাড়িতে আরও বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে দাপুটে অপরাধ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকী মোহনপুরের গাঁজা এখন বোধজংনগর থানা এলাকা দিয়ে নিরাপদে যায়। বিশাল টাকা নাকি ওসির হাত ধরে এক বিধায়ক এবং পুলিশের মাঝারি স্তরের এক অফিসারের পকেটে যায়। যে কারণে অপরাধ আরও বাড়ছে।

জোড়া গাড়ি কাণ্ডে রিমান্ডে দালাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। রাজধানীতে একই নম্বরের দুই গাড়ি উদ্ধারের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মামলা নিতে বাধ্য হলো পশ্চিম থানার পুলিশ। মামলা নেওয়া হয়েছে দিল্লি থেকে কিনে আনা গাড়িটির মালিক বিকাশ তেলির বিরুদ্ধে। তাকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে। মঙ্গলবার আদালত তাকে দু'দিনের জন্য রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিকাশ পরিবহণ দফতরে দালালীর কাজ করে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এভাবে বের করার কাজ করে বিকাশ। তার সঙ্গে যুক্ত পরিবহণ দফতরের এক মাঝারি স্তরের অফিসারও। টাকার বিনিময়ে দিনের পর দিন বাইরে থেকে চুরি করে আনা গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বানিয়ে নেয় বিকাশ। বিকাশই টাটার গাড়িটি এনে ঊষাবাজারে উত্তম দত্ত গুপ্তের কাছে বিক্রি করেছিল। উত্তম দত্ত পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮, ৪৭১ এবং ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট ১৯২ ধারা অনুযায়ী মামলা নিয়েছে। প্রথমেই একই নম্বরের গাড়িতে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন বিতানঞ্জয় সাহা। বিতানঞ্জয়ের অভিযোগেই প্রথমে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারে এই ধরনের দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্য আসতেই শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কারণ বাইরের রাজ্যে থেকে প্রচুর পুরোনো গাড়ি ত্রিপুরায় এনেও বিক্রি হয়। এই গাড়িগুলিতে পরিবহণ দফতরে বসে থাকা দালালরা রেজিস্ট্রেশন নম্বর করিয়ে দেয়। এই নম্বর করানোর পেছনে পরিবহণ দফতরের কয়েকজন কর্মীও যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। এরা বছরের পর বছর এই ধরনের দুর্নীতি করে আসছে। কিন্তু কখনোই ত্রিপুরা পুলিশ বা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জিবি বাজারে তোলা তুলছে কনস্টেবল শ্যামল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ।। জিবি বাজার এলাকায় সমীরণের পর পুলিশের ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কনস্টেবল শ্যামল ওরাংকে। অলিখিতভাবেই নেশা কারবারিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কমিশন আদায়ের কাজ করছেন শ্যামল। বহু বছর ধরেই নাকি জিবি বাজার এলাকায় ব্যাপকহারে নেশাদ্রব্য বিক্রি হয়। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজেও নাকি এই নেশা পৌঁছে দেওয়া হয়। কিছু ছাত্রছাত্রীদের ভুল পথে পরিচালিত করতে নেশা কারবারিরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের এই বেআইনি কাজ বন্ধ না করে পাল্টা পুলিশ কমিশন বাণিজ্যে নেমেছে বলে অভিযোগ। এই বাণিজ্যের এখন মূল মাথা কনস্টেবল শ্যামল ওরাং। এমনই অভিযোগ জিবি বাজারে কান পাতলেই শোনা যায়। এমনকী জিবি হাসপাতালেও বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের মুখে এমন অভিযোগ উঠে এসেছে। কারণ নেশা কারাবারিদের হাতেনাতে ধরলেও তাদের পরে ছাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এই শ্যামলই। সবটাই নাকি সেটিং করা থাকে। এভাবে কমিশন বাড়িয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে শ্যামলের হাত ধরে শুধুমাত্র জিবি বাজার এলাকায় ব্রাউন সুগার, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট এবং মদ বিক্রেতাদের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা তোলা আদায় হয়। এই টাকার অবশ্য একটা ভাগ পেয়ে যান শ্যামল। এর আগে বেশ কয়েক বছর সমীরণ জিবি ফাঁড়ির কনস্টেবলের দায়িত্বে থাকার সময় এই নেশা কারবারিদের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কথা নাকি পুলিশের মাঝারি স্তরের অফিসাররাও জানেন। কারণ সমীরণের এখন নতুন বড় বাড়ি এবং গাড়ি রয়েছে। এসব নাকি নেশা কারবারিদের টাকা করা হয়েছে। ওসিকে না দিয়েই সমীরণ এই টাকার বেশির ভাগ অংশ পকেটে ঢুকিয়ে নিতো। যদিও এক সাব ইন্‌সপেকটরের জন্য সমীরণকে জিবি ফাঁড়ি থেকে সরাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ওসিকে। ফাঁড়ির পুলিশের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে, সমীরণের জায়গায় বসানো হয়েছে শ্যামলকে। শ্যামলই এখন ফাঁড়ির ক্যাশিয়ার। তার দায়িত্ব নেশা কারবারিদের কাছ থেকে টাকা তুলে আনা। শ্যামলই ঠিক করে দেন কার ঠেকে অভিযান করা হবে। যদিও জিবি ফাঁড়ি নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। যে কারণে হাসপাতাল চত্বরে সন্ধ্যার পরই নেশা কারবারিরা প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করে। তাদের উৎপাতে রোগীর পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হয়। তারা আবার চুরি ছিনতাইয়ের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের অভিযোগ জিবি ফাঁড়িতে বেশ কয়েকটি রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র কমিশনের জন্য এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জিবি ফাঁড়ির পুলিশ শক্ত কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ। শ্যামল এতটাই নির্ভরযোগ্য ক্যাশিয়ার যে তাকে বদলিও করা হয় না। ফাঁড়িতে থাকা এক এসপিও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,০০০
ভরি ঃ ৫৬,০০০

ব্রাইডাল মেইকআপ কোর্স

ন্যাশনাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এডমিশন চলছে।
"Diva's makeover Studio"
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9366794461

জায়গা বিক্রয়

আগরতলা শহরের পাশে রাস্তার সাথে দেড় গন্ডা জায়গা বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। সময় - সকাল ১২টা থেকে ৪টা।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9863732130

লোক চাই

এগরোল কারিগর, টিফিন কারিগর ও Dish washer চাই। পুরুষ-মহিলা উভয়েই আবেদন করতে পারেন।
যোগাযোগ—
8413987241
9051811933

মেলা

পূর্ণ রাজ্যের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ১৫ থেকে ২১ শে জানুয়ারি, ২০২১ ইং আগরতলা উমাকান্ত ময়দানে হতে যাচ্ছে একটি এক্সিবিশন এবং মেলা।
যারা এই মেলায় স্টল বুকিং করতে ইচ্ছুক আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২১ ইং মধ্যে যোগাযোগ করবেন।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9366791114
7005289794
8787802477

JOB RECRUITMENT

HR Ayurveda ISO Cert Company তে 30 জন Male / Female লোক নেওয়া হচ্ছে। এখানে Home Job, MR/ SM/ BM etc. পদ খালি আছে।
আয় - 6000/- / 16000/-, **বয়স** - 20-35, **যোগ্যতা** - অষ্টম থেকে গ্র্যাজুয়েট। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।
কমলপুর - **7085545395/** কুমারঘাট - **8119908476**
ধর্মনগর - **7629840294 /** মেলাঘর - **9485023567**
আগরতলা - **8787387231**

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

লোক চাই

ফ্যাক্টরীতে কাজ করার জন্য পুরুষ লোক চাই।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9862521558

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি
প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

ঃ যোগাযোগ ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771